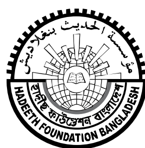
মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা



মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মাসায়েলে
কুরবানী ও আক্বীক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

مسائل الأضحية والعقيقة

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ (বুকলেট সাইজ)
জুলাই ১৯৮৭
২য় সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৫
৪র্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৫

৬ষ্ঠ সংস্করণ
যিলক্বদ ১৪৪০ হি./শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

Masail-I-Qurbani & Aqeeqah by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর' *(কাওছার ১০৮/২)*।

হে কুরবানী দাতা অনুধাবন করুন!

কুরবানীর নিয়ত করার সাথে সাথে স্মরণ করুন প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর পূর্বে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের অশ্রুতপূর্ব কুরবানীর কথা। স্মরণ করুন, আল্লাহ্র হুকুমে বৃদ্ধ বয়সের চোখের মণি একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে হত্যায় উদ্যত পিতা ইব্রাহীমের কথা। স্মরণ করুন, সেই অটুট আত্মনিবেদনের তাৎক্ষণিক পুরস্কার হিসাবে জীবন্ত ইসমাঈলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দাপ্লুত পিতার অনন্য চেহারার কথা। স্মরণ করুন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করার অতুলনীয় স্মৃতির কথা।

ত্যাগ ও ভোগের মিলিত আনন্দ নিয়ে মুমিনের উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে কুরবানীর ইলাহী বিধান। যা মুমিন হৃদয়ে সৃষ্টি করে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আপোষহীন উত্থান। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ স্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও সর্বোপরি মানবতাবাদী হ'তে শিক্ষা দেয়। কুরবানী উপলক্ষে ঈদুল আযহা সেই মহান ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব।

কুরবানীর মূল প্রেরণা হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। কেননা বান্দা যখন আল্লাহ্র নিকটে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়,

তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের অনন্য প্রতীক।

আল্লাহ্‌র প্রতি ইব্রাহীমের নিখাদ আনুগত্য আমাদেরকে আকুলিত করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য পুত্র ইসমাঈলের আত্মসমর্পণ ও নির্ভেজাল আনুগত্য আমাদের ব্যাকুলিত করে। প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে শিহরিত করে তোলে। একমাত্র সন্তান ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন প্রান্তরে আল্লাহ্‌র যিম্মায় রেখে বুকে পাষাণ বেঁধে যখন ইব্রাহীম ফিরে যাচ্ছেন, তখন উৎকণ্ঠিত হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর বলছেন, ওহে স্বামী! এ বিরান ভূমিতে আপনি আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে যাচ্ছেন কেন? নির্বাক ইব্রাহীমের অসহায় দৃষ্টি! জবাব না পেয়ে বিবি হাজেরা ঈমানী তেজে বলে ওঠেন, তাহ'লে কি আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। তখন নির্ভীক হাজেরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে উঠেন 'তাহ'লে আল্লাহ কখনোই আমাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

ইতিমধ্যেই একে একে পার হয়ে গেল ১৩/১৪টি বছর। সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহে সিক্ত পিতার উপর নেমে এল এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ্‌র হুকুমে নিজ সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করার ভয়ংকর আত্মত্যাগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তরণ ছিল তাঁর জন্য আল্লাহ প্রেমের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ সন্তান কুরবানী চাননি, চেয়েছিলেন ইব্রাহীমের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেলেন ইসমাঈল। পুত্রের বদলে কুরবানী হ'ল দুম্বা। চালু হ'ল ত্যাগ ও ভোগের আনন্দপূত ঈদুল আযহার চিরস্থায়ী বিধান। আল্লাহ্‌র ভালোবাসার নিকট পুত্রের ভালোবাসা যে গৌণ, সেটাই প্রমাণ করেন ইব্রাহীম। এর চাইতে আল্লাহ প্রেমের বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আর আছে কি? দুনিয়া নয়, আখেরাতই যে মুখ্য, সেটাই ছিল কুরবানীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

তৎকালীন পুঁতিগন্ধময় সমাজ ছিল শয়তানের আনুগত্যে পূর্ণ। শিরক আর অনৈতিকতায় ভেসে চলছিল সমাজ। এমনি সময় আল্লাহ্‌র প্রতি ইব্রাহীমের অনন্য আনুগত্য ছিল এক বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। সে জাগরণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়; বরং তা ছিল নৈতিক ও মানবিক জাগরণ।

যে জাগরণের ঢেউয়ে তৎকালীন ইরাকী সমাজে সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের নতুন চমক। নিভে যায় নমরূদের জ্বলন্ত হুতাশন।

সেদিনের ন্যায় আজকের বিশ্ব ফেলে আসা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মনুষ্যত্ব পরাভূত। তুচ্ছ দুনিয়ার লক্ষ্যে আখেরাত বিসর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র।

এ অধঃপতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই ইব্রাহীমী তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল অকুতোভয় চেতনাদীপ্ত মানুষ। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী ত্যাগের মহান আদর্শই পারে জাতির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালানো আবশ্যক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভোগের বদলে মানবিকতার উত্থান হৌক! আত্মত্যাগের স্বচ্ছ চেতনায় আলোকিত হৌক আমাদের সার্বিক জীবন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইব্রাহীমী ত্যাগের প্রতিফলন ঘটুক, আল্লাহ্‌র নিকটে সেটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة السادسة)

২০০৫ সালের জানুয়ারীতে ৪র্থ সংস্করণের দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর পর বর্তমান সংস্করণে যুক্ত হয়েছে অনেক কিছু নতুন বিষয়। যেগুলি পূর্বের সংস্করণগুলিতে ছিলনা। আশা করি সেগুলি বিশুদ্ধ অন্তরের মুমিনদের জন্য উপকারী হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর পথে জীবন উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

পরিশেষে অত্র বই প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর দারুল ইফতার সদস্যবৃন্দ ও গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত

১৬ই জুলাই ২০২০ বৃহস্পতিবার। — *-লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

কুরবানী (الأضحية) অধ্যায়

১. সংজ্ঞা :

اَلْقُرْبَانُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَـــالَى 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা হয়'।[১] আরবী 'কুরবান' (قُرْبَـــانٌ) শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। পারিভাষিক অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়'। 'আযহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময় 'কুরবানী' করা হয় বলে এই দিনকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে।[২] যদিও কুরবানী সারাদিন ও পরের তিন দিন যেকোন সময় করা যায় *(মির'আত ৫/১০৬)*। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কুরবানীর বিধান জারী হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায় বনু ক্বায়নুক্বা যুদ্ধের পর।

২. গুরুত্ব :

(ক) আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَآئِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَـــا خَيْـــرٌ، 'আর কুরবানীর পশুগুলি আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে' *(হজ্জ ২২/৩৬)*।

(খ) তিনি বলেন, –وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِـــيمٍ 'আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী' *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*।

---

১. মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৮ হি.), আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত ছাপা : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ১৫৮।

২. মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী (১১৭২-১২৫০ হি.), নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা : ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) ৬/২২৮ পৃ.।

(গ) তিনি আরও বলেন, –فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর' *(কাওছার ১০৮/২)*।

কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর জন্য বিভিন্ন স্থান ও বেদীতে পূজা দেয় এবং সেসবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমানকে আল্লাহ্র জন্য 'ছালাত আদায়ের ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার' হুকুম দেওয়া হয়েছে। সেকারণ ঈদুল আযহার দিন প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করতে হয়। অতঃপর তাঁর নামে কুরবানী করতে হয়। অনেক মুফাসসির এভাবেই আয়াতটির তাফসীর করেছেন।[৩] সূরা ছাফফাত ও কাওছার দু'টিই মাক্কী সূরা। কিন্তু কুরবানীর বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرِبَنَّ مُصَلاَّنَا– 'যার সামর্থ্য আছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[৪]

(ঙ) এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' (شِعَارٌ عَظِيْمٌ)। যা 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহ্র সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি প্রচলিত আছে।[৫]

৩. উদ্দেশ্য :

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। যাতে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই শক্তিশালী পশুগুলি তাদের মত দুর্বলদের অনুগত হয়েছে এবং তাদের গোশত, হাড়-হাড্ডি-মজ্জা ইত্যাদির মধ্যে তাদের জন্য উত্তম রূযী নির্ধারিত রয়েছে। জাহেলী আরবরা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা হিসাবে তাদের মূর্তির নামে কুরবানী করত। অতঃপর তার গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলির মাথায়

৩. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত (১৩২২-১৪১৪ হি./১৯০৪-১৯৯৪ খৃ.) মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (লাক্ষ্ণৌ ছাপা : ১৯৫৮ খৃ.) ২/৩৪৯ পৃ.; ঐ, (বেনারস ছাপা : ১৯৯৫ খৃ.) ৫/৭১ পৃ.।

৪. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩ প্রভৃতি; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০, রাবী : আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৫. মির'আত হা/১৪৬৮-এর আলোচনা ৫/৭১, ৭৩ পৃ.।

রাখত ও তার উপরে কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিত। কেউবা উক্ত রক্ত কা'বাগৃহের দেওয়ালে লেপন করত। মুসলমানদের কেউ কেউ অনুরূপ করার চিন্তা করলে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।[৬] আল্লাহ বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবল তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

৪. হুকুম : কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৭] যাকাত ফরয হয় এরূপ সম্পদ থাকলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব, একথা ঠিক নয়। বরং সামর্থ্য থাকলে তিনি কুরবানী করবেন, নইলে নয়।[৮]

৫. তাৎপর্য : (১) আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করার জাযবা সৃষ্টি করা (২) ইব্রাহীমের ত্যাগপূত আদর্শের পুণ্য স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা (৩) উত্তম খানা-পিনার মাধ্যমে ঈমানদারগণের সমাজে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেওয়া (৪) ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করা (৫) শিরকের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করা।

৬. ফাযায়েল :

কুরবানী করার ফযীলত মর্মে বর্ণিত পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই সকল গুনাহ মাফ হওয়া, ক্বিয়ামতের দিন পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসহ উপস্থিত হওয়া এবং কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে নেকী হাছিল হওয়া প্রভৃতি

---

৬. ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) তাফসীরুল কুরআন (বৈরূত ছাপা : ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) সূরা হজ্জ ২২/৩৭ আয়াত, ৩/২৩৪; কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.), তাফসীর সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াত (বৈরূত ছাপা : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ১২/৬৫ পৃ.।

৭. বায়হাক্বী ৯/২৬৪ পৃ. হা/১৯৫০৬; ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪; মির'আত ৫/৭২-৭৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১০।

৮. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ডিসেম্বর'১৭, ২১/৩ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩২/১১২।

হাদীছসমূহের সনদ যঈফ।[৯] তবে কুরবানীর পূর্বের ৯ দিন তথা যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে বিভিন্ন নেক আমলের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন-

(ক) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْئٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের সৎকর্মের চাইতে প্রিয়তর কোন সৎকর্ম আল্লাহ্‌র নিকটে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে)'।[১০]

(খ) আরাফার দিনের ছিয়াম :

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ-

'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[১১]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯দিন ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো এ দিনগুলিতে ছিয়াম পালন করতেন।[১২]

৯. তিরমিযী হা/১৪৯৩, ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৮, আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/১৪৭০ ও ১৪৭৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১০. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।

১১. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

১২. মির'আত হা/২০৬৩-এর আলোচনা, ৭/৫২; আবুদাউদ হা/২৪৩৭; নাসাঈ হা/২৪১৭।

৭. কুরবানীর ইতিহাস :

আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؛ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ– 'আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং তুমি বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল-এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। এরপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপর কুরবানীর বিধান জারী ছিল। তবে সেইসব কুরবানীর নিয়ম-কানূন আমাদেরকে জানানো হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্র উপরে যে কুরবানীর বিধান নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে।[১৩] যা মুক্বীম ও মুসাফির সর্বাবস্থায় পালনীয়।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাদানী জীবনে দশ বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[১৫] অতএব এটি পরিষ্কার যে, আদম সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে গবাদিপশু কুরবানীর বিধান রয়েছে। এগুলি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য উত্তম রিযিক হিসাবে নির্ধারিত। পূজার বস্তু হিসাবে নয়।

ইব্রাহীমী কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ اِنِّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى؟ قَالَ يَآأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ– فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ– وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّآ إِبْرَاهِيْمُ– قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَآ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ– إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلَآءُ الْمُبِيْنُ– وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ– وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْآخِرِيْنَ–

---

১৩. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২২৮ পৃ.।

১৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৭ আয়াত ১৫/১০৯ পৃ.; নায়েল ৬/২৫৫ পৃ.।

১৫. তিরমিযী হা/১৫০৭; আহমাদ হা/৪৯৫৫; মিশকাত হা/১৪৭৫ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

‘যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হ’ল, তখন সে (ইব্রাহীম) তাকে বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এক্ষণে বল, তোমার মতামত কি? সে বলল, হে আব্বা! যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন’ *(১০২)*। অতঃপর যখন পিতা ও পুত্র (আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি) আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল’ *(১০৩)*, ‘তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, হে ইব্রাহীম! *(১০৪)* ‘নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’ *(১০৫)*। ‘নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা’ *(১০৬)*। ‘আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী’ *(১০৭)*। ‘এবং আমরা এটিকে (অর্থাৎ ইব্রাহীমের প্রশংসাকে) পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম’ *(ছাফফাত ৩৭/১০২-০৮)*।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং ৯৯ বছর বয়সে ইসহাক্ব বিবি সারাহ্‌র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] ইব্রাহীম (আঃ) সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৭৪)*। আর ‘যবীহুল্লাহ’ ছিলেন ইসমাঈল; ইসহাক নন।[১৭]

ঘটনা : ফার্রা বলেন, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবালকত্বে উপনীত হয়েছিলেন।[১৮] এমন সময় পিতা ইব্রাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তার একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন ‘অহি’ হয়ে থাকে। তাদের চক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। ইব্রাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন, কি করবেন। এজন্য প্রথম রাতকে (৮ই যিলহজ্জ) ‘ইয়াউমুত তারবিয়াহ’ (يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) বা ‘স্বপ্ন দেখানোর দিন’ বলা হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ। এজন্য এ দিনটি (৯ই

---

১৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর ছাফফাত ১০০-১১৩ আয়াত; কুরতুবী, তাফসীর বাক্বারাহ ১৩২।

১৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. নবীদের কাহিনী ১/১৬৬-৬৮ পৃ.।

১৮. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/৯৯ পৃ.।

যিলহজ্জ) ‘ইয়াউমু আরাফাহ’ (يَوْمُ عَرَفَـــةَ) বা ‘নিশ্চিত হওয়ার দিন’ বলা হয়। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখায় তিনি ছেলেকে কুরবানী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহজ্জ) ‘ইয়াউমুন নাহর’ (يَوْمُ النَّحْرِ) বা ‘কুরবানীর দিন’ বলা হয়।[১৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যখন ইব্রাহীম তার পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর জন্য নিয়ে যান, তখন শয়তান তাকে তিন স্থানে বাধা দেয়। এই সময় ইব্রাহীম শয়তানকে তিন স্থানে তিনবার সাতটি করে কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর যখন তিনি ছেলেকে কুরবানীর জন্য মাটিতে উপুড় করে ফেলেন। তখন পিছন থেকে আওয়ায আসে (يَآ اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) ‘হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ’ *(ছাফফাত ৩৭/১০৪)*। ইব্রাহীম তাকিয়ে দেখেন একটি শিংওয়ালা সাদা দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে।[২০]

উক্ত সুন্নাত অনুসরণে উম্মতে মুহাম্মাদীও হজ্জের সময় তিন জামরায় তিনবার শয়তানের বিরুদ্ধে কংকর নিক্ষেপ করে থাকে এবং প্রতিবারে আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে থাকে।[২১]

নিঃসন্দেহে এখানে মূল উদ্দেশ্য যবহ ছিলনা, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা ইব্রাহীমের তাক্বওয়া ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় পিতা-পুত্র উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ১০৭ আয়াত –وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِـــيْمٍ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতটি দলীল হ’ল এ বিষয়ে যে, উট ও গরুর চেয়ে ছাগল কুরবানী করা উত্তম’। অনেক বিদ্বান বলেছেন, যদি এর চাইতে উত্তম কিছু থাকত, তবে আল্লাহ তাই দিয়ে ইসমাঈলের ফিদ্ইয়া দিতেন’।[২২]

---

১৯. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/১০২ পৃ.।

২০. (فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْـــيَضَ أَقْـــرَنَ أَعْــيَنَ) আহমাদ হা/২৭০৭, তাহক্বীক : আহমাদ শাকির ১/২৯৭ পৃ., সনদ ছহীহ, আরনাঊত্ব-ছহীহ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৪-০৫ আয়াত, ৭/২৮ পৃ.।

২১. বুখারী হা/১৭৫০; মুসলিম হা/১২৯৬; মিশকাত হা/২৬২১; মুওয়াত্ত্বা হা/১৫২৮; মিশকাত হা/২৬২৬ ‘মানাসিক’ অধ্যায়, ‘কংকর নিক্ষেপ’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

২২. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০৫ আয়াত, ১৫/১০৭ পৃ.।

কুরবানীর মাসায়েল (مسائل الأضحية)

১. চুল-নখ না কাটা :

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُّضَحِّىَ فَلاَ يَمُسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ زَادَ النَّسَائِىُّ: حَتَّى يُضَحِّىَ-

'তোমাদের মধ্যে যে কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন না করে'।[২৩] যেদিন কুরবানী করবে, সেদিনই কুরবানী করার পর নখ-চুল কাটবে। যদিও সেটি আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনে অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে হয়।[২৪]

(খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[২৫]

(গ) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এর তাৎপর্য হ'ল যাতে অকর্তিত নখ-চুল সহ পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়ে মুমিন বান্দা জাহান্নাম হ'তে মুক্তি পায়'।[২৬] তাছাড়া এর তাৎপর্য এটাও হ'তে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) হাসিমুখে তাঁর জীবন দিয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালন করেছিলেন। তার অনুসরণে আমরা আমাদের দেহের একটা অংশ নখ-চুল ইত্যাদি কুরবানী দিয়ে মনের মধ্যে এই সংকল্প

---

২৩. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ হা/৪৩৬৪; মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬ পৃ.।

২৪. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৭, ২০/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪২৫।

২৫. (فَذَالِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ) আহমাদ হা/৬৫৭৫; হাকেম ৪/২৪৮, হা/৭৫২৯; আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; নাসাঈ হা/৪৩৬৫; মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.। হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আরনাঊত্ব 'হাসান' বলেছেন। আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। সম্ভবতঃ শায়েখ আলবানী রাবী ঈসা বিন হেলাল সম্পর্কে ইয়াকূব আল-ফাসাভীর 'তাওছীক্ব' লক্ষ্য করেননি। এছাড়াও তিনি হাদীছটির মতনে যে অসংগতির কথা বলেছেন সেটি কোন মৌলিক ত্রুটি নয় *(মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৭, ২১/৩ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৯/৯৯)*।

২৬. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৩৩ পৃ.।

করতে পারি যে, আল্লাহ্র দ্বীনের খাতিরে প্রয়োজনে আমরাও ইসমাঈলের ন্যায় জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত। এর ফলে আমরা নবীর সুন্নাত অনুসরণের নেকী তো পাবই, উপরন্তু দ্বীনের জন্য মুজাহিদ বেশে মৃত্যুবরণের আকাংখা পোষণের কারণে 'মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ' থেকে বেঁচে যাব ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَن مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّن نِّفَاقٍ– 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনদিন জিহাদ করল না বা জিহাদের কথা তার মনে উদিতও হ'ল না, সে একপ্রকার মুফাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[২৭] দুর্ভাগ্য, নখ-চুল কাটার এই সুন্নাতটি বর্তমানে মুসলিম সমাজ প্রায় ভুলতে বসেছে।

২. কুরবানীর পশু (الضحايا) :

(ক) আল্লাহ বলেন, ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ،... وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 'তিনি গবাদিপশু গুলিকে আট প্রকারে সৃষ্টি করেছেন। ভেড়ার দু'প্রকার (নর ও মাদী), ছাগল-দুম্বা দু'প্রকার (নর ও মাদী)...' *(১৪৩)*। '...উট দু'প্রকার (নর ও মাদী) এবং গরু দু'প্রকার (নর ও মাদী)...' *(আন'আম ৬/১৪৩-৪৪)*।

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর পশু মূলতঃ আট প্রকার তথা চার জোড়া। (১) ভেড়া (নর ও মাদী)। (২) ছাগল-দুম্বা (নর ও মাদী)। (৩) উট (নর ও মাদী)। (৪) গরু (নর ও মাদী)। আরও সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় যে, এটি তিন প্রকার : ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য।

এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২৮] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وَلاَ يَكُوْنُ شَيْءٌ دُوْنَ هَذَا ضَحِيَّةً 'এই পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী হিসাবে গণ্য হবে না'।[২৯]

---

২৭. মুসলিম হা/১৯১০; মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।

২৮. মির'আত ৫/৮১ পৃ.; সাইয়েদ সাবেক্ব মিসরী (১৩৩৫-১৪২০ হি./১৯১৫-২০০০ খৃ.), ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : দারুল ফাৎহ ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.), ২/২৯ পৃ.।

২৯. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) কিতাবুল উম্ম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ২/২২৩।

Contents

সমজাতীয় হিসাবে অনেক বিদ্বান মহিষের কুরবানী জায়েয বলেছেন। তবে নিরাপদ (اَلْأَحْوَطُ) হ'ল কুরআনে বর্ণিত তিনটি পশুর যেকোন একটি দিয়ে কুরবানী করা *(মির'আত ৫/৮১-৮২)*।

(খ) দুম্বা বা ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। কারণ ইসমাঈলের কুরবানী ছিল দুম্বা এবং আল্লাহ তাকে بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ 'মহান কুরবানী' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা 'খাসি' কুরবানী দিতেন।[৩০] ইসমাঈলের বিনিময়ে যে পশুর কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও ছিল দুম্বা। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট অতঃপর গরু অতঃপর দুম্বা ও ছাগল-ভেড়া।[৩১] ইসমাঈলের বিনিময়ে কুরবানী হিসাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেটা পসন্দ করেছেন, সেটাই উত্তম। দু'টিও দেওয়া যেতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) দু'টি খাসি বা দুম্বা দিয়েছেন। তবে উট-গরু নিঃসন্দেহে জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় তা দিয়ে কুরবানী করেছেন *(বুখারী হা/১৭১৪; মুসলিম হা/১৩১৯)*।

কুরবানীর পশু সুঠাম হ'তে হবে :

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা : স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ।[৩২]

অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা, অর্ধেক শিং ভাঙ্গা বা কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া পশু (اَلْهَتْمَاءُ) দিয়ে পশু কুরবানী করা যায়।[৩৩] এছাড়া জন্মগতভাবে বা

---

৩০. শাওকানী, আস-সায়লুল জাররার (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ৪/৮৮ পৃ.; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম (কায়রো ছাপা : ১৪০৭/১৯৮৭) ৪/১৮৫ পৃ.; কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৫ আয়াত, ১৫/১০৭ পৃ.।

৩১. নায়লুল আওত্বার ৬/২৩৫ পৃ.; মির'আত ৫/৮০ পৃ.।

৩২. আহমাদ হা/১৮৬৯৭, ১০৪৮, ১০৬১; তিরমিযী হা/১৪৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃ.।

৩৩. আহমাদ হা/১৮৫৩৩, ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৩-৪৪, নাসাঈ হা/৪৩৬৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৩৯-৪০।

পরবর্তীতে লেজ কাটা অথবা জন্মগতভাবে শিং বা কান না থাকা পশু কুরবানী করা জায়েয।[৩৪] তবে নিখুঁত হওয়াই উত্তম।

নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দিয়েই কুরবানী বৈধ হবে।[৩৫]

৩. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী :

হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ– 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে ছয়মাস পূর্ণকারী ভেড়া কুরবানী করতে পার'।[৩৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৩৭]

'মুসিন্নাহ' পশু ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং ৩য় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ২য় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৩৮] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা কোন দোষের হবে না ইনশাআল্লাহ। এরূপ এক ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ)-কে সেটা (عَتُــودٌ) দিয়েই কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[৩৯] 'আতূদ' হ'ল এক বছর পূর্ণকারী হৃষ্টপুষ্ট ছাগল বা দুম্বা *(মির'আত ৫/৮২)*।

৪. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশুই যথেষ্ট :

(ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرَكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ

৩৪. আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৩৫, ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/৩৭২। 'অর্ধেক বা পুরো লেজ কাটা পশু কুরবানী করা যাবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(নাসাঈ হা/৪৩৭২)*।

৩৫. মির'আত ২/৩৬৩ পৃ.; ঐ, ৫/৯৯ পৃ.।

৩৬. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপা : তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃ., আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪২৫।

৩৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃ.; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃ.।

৩৮. মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ., ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'কুরবানী' অধ্যায়, ২/২৯ পৃ.।

৩৯. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬।

لِيُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটা শিংওয়ালা দুম্বা আনার নির্দেশ দিলেন, যার পা কালো, পেট কালো এবং চোখ কালো। অতঃপর সেটিকে কুরবানীর জন্য আনা হ'লে তিনি বলেন, হে আয়েশা! ছুরি আনো। অতঃপর বললেন, ওটাকে পাথরে ঘষে ধার কর। অতঃপর তিনি সেটা করলেন। তারপর রাসূল (ছাঃ) সেটা নিলেন ও দুম্বাটাকে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং যবহ করলেন। এসময় তিনি বললেন, بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ- আল্লাহ্‌র নামে; হে আল্লাহ তুমি কবুল কর মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ হ'তে' *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪)*।

শায়েখ আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.) বলেন, 'উম্মতের পক্ষ হ'তে' অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে সকল উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়' *(মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা)*।

(খ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানী করেন দু'টি সুঠাম ও দুই শিংওয়ালা দুম্বা দিয়ে। তিনি নিজ হাতে দু'টিকে যবহ করেন এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলেন। এসময় তিনি পা দিয়ে দুম্বার পার্শ্বদেশ চেপে ধরেন'।[৪০]

(গ) 'খাসি' কুরবানী করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় সর্বদা দু'টি করে 'খাসি' (مَوْجُوْئَيْنِ) কুরবানী দিতেন।[৪১] হযরত আয়েশা,

---

৪০. বুখারী হা/৫৫৫৩; মুসলিম হা/১৬৯৯; মিশকাত হা/১৪৫৩।

৪১. বায়হাক্বী ১০/২৫ পৃ., হা/২০২৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৪৬১।

আবু হুরায়রা, আবু রাফে', আবুদ্দারদা (রাঃ) সহ একদল ছাহাবী 'খাসি' দ্বারা কুরবানী করতেন *(মির'আত ৫/৯২)*।

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'খাসি' করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোশত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।[৪২] ইবনু কুদামা বলেন, খাসিই কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি খাসি দিয়েই কুরবানী করতেন।[৪৩] সূরা নিসা **১১৯** আয়াতের ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে পশুকে দাগানো ও খাসি না করা বিষয়ে কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈর মতামত[৪৪] কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমলই অগ্রগণ্য ও অনুসরণীয়।

হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

ذَبَحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ- فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صِلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَّأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ- ثُمَّ ذَبَحَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِّأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي-

'রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর দিন দু'টি শিংওয়ালা ধূসর রংয়ের খাসি করা দুম্বা যবহ করলেন। যখন তিনি ওদের যবহের জন্য ফেলেন তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে বলেন, 'আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সেই মহান

---

৪২. ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.), ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী (কায়রো ছাপা : ১৪০৭ হি.) হা/৫৫৫৪-৫৫-এর ব্যাখ্যা, 'কুরবানী' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ; ১০/১২ পৃ.।

৪৩. মির'আত (বেনারস ছাপা) ৫/৯১ পৃ.।

৪৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ৪/১১৯ আয়াত।

সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। আমি ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য; তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এই (তাওহীদ ও ইখলাছের) জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হ'তে প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গীত। তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে এবং তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে যবহ করলেন'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিজ হাতে যবহ করলেন এবং বললেন 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্র নামে এবং হে আল্লাহ তুমি সবার চেয়ে বড়)। হে আল্লাহ! এটি আমার পক্ষ হ'তে এবং আমার উম্মতের পক্ষ হ'তে যারা কুরবানী করেনি'।[৪৫] অর্থাৎ আমার কুরবানীর ছওয়াবে তারাও শরীক হবে *('আওনুল মা'বূদ)*।

(ঘ) ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল। যেমন ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّىْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى- 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন। অবশেষে এখন লোকেরা গর্ব করছে, যেমন তুমি দেখছ'।[৪৬] অর্থাৎ লোকেরা এখন দুইয়ের অধিক পশু কুরবানী দিয়ে গর্ব করছে।[৪৭] কেননা তাতে তাক্বওয়ার পরিবর্তে রিয়ার প্রকাশ ঘটে।

---

৪৫. আবুদাঊদ হা/২৭৯৫, ২৮১০; তিরমিযী হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; মিশকাত হা/১৪৬১; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ হাসান।

৪৬. তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২; মির'আত ৫/১১৪ পৃ.।

৪৭. (فَصَارَ) أَيِ: الْأَمْرُ كَمَا تَرَى أَنْ يُكْثِرْنَ الضَّحَايَا وَيَفْتَخِرْنَ بِهَا- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী সিন্ধী (মৃ. ১১৩৮ হি.) শরহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭; ثُمَّ تَبَاهَى) تَغَالَبَ وَتَفَاخَرَ) (النَّاسُ بَعْدُ) بِضَمِّ الدَّالِ (فَصَارَتْ) الضَّحِيَّةُ (مُبَاهَاةً) مُغَالَبَةً وَمُفَاخَرَةً فَبَعُدَتْ عَنِ السُّنَّةِ، মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী যুরক্বানী মিসরী (১০৫৫-১১২২ হি.) শরহ মুওয়াত্ত্বা ৩/১১৮।

(ঙ) একই মর্মে ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, حَمَلَنِى أَهْلِى عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا– ‘আমার পরিবার আমাকে কঠোরতার অভিযোগ করে যখন থেকে আমি সুন্নাত জানতে পারি। তখন লোকেরা পরিবার পিছু একটি বা দু’টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে কৃপণ বলে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। কারণ তিনি অধিক সংখ্যক কুরবানী দিয়ে গর্ব প্রকাশ করতেন না।

ছহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহ্র উপরোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَالْحَقُّ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ– ‘সঠিক কথা এই যে, একটি বকরী একটি পরিবারের পক্ষ হ’তে যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে’ *(নায়েল ৬/২৪৪ পৃ.)*। অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট হবে।[৪৮]

মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার ‘তাবীল’ করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে ‘মানসূখ’ বলতে চান, তাঁদের এইসব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র’।[৪৯]

(চ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً...– ‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ’। আবুদাঊদ বলেন,

৪৮. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৭, ২১/১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৮/৮।
৪৯. মির‘আত (লাক্ষ্ণৌ ছাফা) ২/৩৫১; ঐ (বেনারস ছাপা), ৫/৭৬ পৃ.।

'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৫০] মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বেকার এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে কুরবানীর ব্যাপারে একটি চিরন্তন বিধান।

৫. কুরবানীতে শরীক হওয়া (الاشتراك في الأضحية) :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[৫১] সম্ভবতঃ তাঁরা সেসময় কোন এক শহরে অবস্থান করছিলেন। যেখানে ঈদুল আযহা উপস্থিত হয় *(মিরক্বাত)*।

(২) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে (ওমরাহ থেকে হালাল হওয়ার জন্য) আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম'।[৫২]

উল্লেখ্য যে, ৯ম বা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর ওমরাহ্র জন্য হাদ্ঈ মানসূখ হয় এবং সেটি কেবল হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.) বলেন, বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত সুন্নাত (مِنَ السُّنَنِ الْمُنْدَثِرَةِ) সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ ওমরাহ্র জন্য হাদ্ঈ বা কুরবানী দিলে তিনি দিতে পারেন।[৫৩]

---

৫০. আবুদাউদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫ প্রভৃতি; সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫। ইমাম তিরমিযী ও বাগাভী বলেন, চারটি হারাম মাসের প্রথম এবং পৃথক মাস হিসাবে রজব মাসের সম্মানে লোকেরা যে কুরবানী করত, তাকে 'আতীরাহ' বা 'রাজাবিইয়াহ' বলা হ'ত *(মির'আত ৫/১১১ পৃ.)*।

৫১. তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯।

৫২. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০); মিশকাত হা/২৬৩৬ 'মানাসিক' অধ্যায়।

৫৩. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর ক্রমিক ১৪৫০, ২৩/৩৭২-৭৩ পৃ.।

(৩) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْتَرِكَ فِى الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِى بَدَنَةٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা প্রতি উটে ও গরুতে সাতজন করে শরীক হই' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,

نَحَرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'নবী করীম (ছাঃ) হজ্জের সফরে মিনায় নিজ হাতে ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) দাঁড়ানো অবস্থায় 'নহর' করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি সুন্দর শিংওয়ালা 'দুম্বা' কুরবানী করেছেন'।[৫৪] অবশ্য মিনায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীগণের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে। কেননা এদিন রাসূল (ছাঃ) মোট ১০০টি উট নহর করেন। আনাস (রাঃ) বলেন ৭টি ও জাবের (রাঃ) বলেন ৬৩টি। এর ব্যাখ্যা হ'ল আনাস ৭টি দেখেছেন ও বাকীগুলিকে তিনি নহরকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর জাবের সবগুলি দেখেছেন। অতঃপর প্রত্যেকে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/২৪০ পৃ.)*।

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দিয়েছিলেন'।[৫৫]

৫৪. বুখারী হা/১৭১২ 'মানাসিক' অধ্যায়, 'নিজ হাতে উট নহর করা' অনুচ্ছেদ-১১৭; ঐ, (মীরাট ছাপা : ১৩২৮ হি.) ১/২৩১ পৃ.।
৫৫. আবুদাঊদ হা/১৭৫০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৫; বুখারী হা/১৭০৯।

উক্ত হাদীছগুলোতে দেখা যায় রাসূল (ছাঃ) হজ্জ বা অন্যান্য সফর অবস্থায় শরীকানা কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে ওলামায়ে কেরাম সফরে ও বাড়ীতে সর্বাবস্থায় কুরবানীতে শরীক হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأَضَاحِيِّ- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ الْجَامِعِ-

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একটি গরু ও উট কুরবানীতে সাত জনের পক্ষ থেকে'।[৫৬]

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ؟ قَالَ: وَكَيْفَ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفَسٍ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ أَفْتَوْنِي، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: مَا شَعَرْتُ-

(২) কূফার খ্যাতনামা তাবেঈ 'আমের আশ-শা'বী (২১-১০৩ হি.) বলেন, আমি ইবনু ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, একটি গরু ও উট কি সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, কিভাবে হবে? গরুর বা উটের কি সাতটি প্রাণ আছে? আমি বললাম, কূফায় বসবাসকারী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমাকে এই ফৎওয়া দিয়েছেন। তখন সেখানকার লোকেরা বলল, হ্যাঁ। উক্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর বলেছেন। তখন ইবনু ওমর বললেন, আমি জানতাম না'।[৫৭]

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى

৫৬. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০০২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৮৯০।

৫৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৮১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৩৯০, হায়ছামী বলেন, সকল রাবী ছহীহ-এর রাবী; আহমাদ হা/২৩৫২৫, অন্যতম রাবী মুজালিদ বিন সাঈদের দুর্বলতার কারণে আরনাঊত্ব হাদীছটি 'যঈফ' বলেছেন।

التَّشْرِيكَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ– 'তিনি কুরবানীতে শরীক হওয়া জায়েয মনে করতেন না। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন যখন তাঁর নিকটে (উপরোক্ত) হাদীছ পৌঁছে' *(ফাৎহুল বারী হা/১৬৮৮-এর ব্যাখ্যা, ৩/৫৩৫ পৃ.)*।

মন্তব্য : ভাগা কুরবানীর বিষয়টি মদীনায় এতই অপ্রচলিত ছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় একজন বিখ্যাত ছাহাবীও বিষয়টি জানতেন না। পরে কূফায় গিয়ে জানতে পেরে তিনি পূর্বের মত থেকে ফিরে আসেন এবং জায়েয বলেন। তবে নিঃসন্দেহে পূর্ণ একটি পশু কুরবানী করাই উত্তম ও নিরাপদ।

৬. কুরবানীর সাধারণ নির্দেশনা :

'কুরবানী' হ'ল পিতা ইব্রাহীমের সুন্নাত। যা তিনি আল্লাহ্র হুকুমে পুত্র ইসমাঈলের জীবনের বিনিময়ে করেছিলেন। আর সেটি ছিল একটি পশুর জীবন অর্থাৎ দুম্বা। কুরআনের নির্দেশনা হ'ল সাধারণ অবস্থার জন্য। আর সেটি হ'ল একটি পশু কুরবানী (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। একইভাবে বিদায় হজ্জের নির্দেশনা হ'ল পরিবারপিছু প্রতি বছর একটি করে পশু কুরবানী (عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً) *(আবুদাঊদ হা/২৭৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ ও আমল ছিল একটি বা দু'টি দুম্বা কুরবানী (أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ/كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) *(মুসলিম হা/১৯৬৭; বুখারী হা/৫৫৫৪)*। এমনকি হজ্জের সফরেও তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু (بَقَرَةً وَاحِدَةً) কুরবানী দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১৭৫০)*। ছাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল পরিবার পিছু একটি ছাগল কুরবানী (الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ...)। *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও হাদীছের সাধারণ নির্দেশনা। অতএব ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাতের অনুসরণে নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে মুক্বীম অবস্থায় আল্লাহ্র রাহে একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী করাই সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ এবং এটাই সর্ববাদী সম্মত মত।

৭. কুরবানী ও আক্বীক্বা :

কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে অনেক হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরুতে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৫৮] ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। যদিও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর পক্ষে বলেছেন।[৫৯] শাফেঈ বিদ্বান ইমাম রাফেঈ (৫৫৫-৬২৩ হি.) উটে ও গরুতে একসাথে কুরবানী ও আক্বীক্বা জায়েয বলেছেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত। এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৬০]

উপরোক্ত ফৎওয়া অনুসরণের সামাজিক ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, এর ফলে ৬টি ছেলের আক্বীক্বার জন্য ১২টি ছাগল এবং কুরবানীর জন্য একটি ছাগল সহ মোট ১৩টি ছাগলের স্থলে ১টি ছোট গরু দিয়েই সব দায় শোধ করা যাবে। এর মধ্যে ধনিক শ্রেণীর জন্য সুবিধা আছে। কিন্তু গরীব শ্রেণীর জন্য

---

৫৮. আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.), থানাভবন, উত্তর প্রদেশ, ভারত, বেহেশতী জেওর, অনুবাদক : শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.), (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.) 'আক্বীক্বা' অধ্যায়, মাসআলা-২, ১/৩০০ পৃ.; বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হি.), হেদায়া (দিল্লী ছাপা : ১৩৫৮ হি.) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩ পৃ.; ঐ (দেউবন্দ ছাপা : ১৪০০ হি.) ৪/৪৪৯ পৃ.।

৫৯. ফাতাওয়া হিন্দিইয়াহ ওরফে আলমগীরী (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৩১০ হি.), 'কুরবানী' অধ্যায়, 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অনুচ্ছেদ-৮, ৫/৩০৪ পৃ.। বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭ খৃ.)-এর নির্দেশক্রমে শায়েখ নিযামুদ্দীনের নেতৃত্বে একদল বিদ্বান এই গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে হানাফী মাযহাবের মাতুরীদী মতবাদের আলোকে আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ে মাসায়েল সংকলিত হয়েছে।

আবু মানছূর মাতুরীদী সমরকন্দী (মৃ. ৩৩৩ হি.) ছিলেন মাতুরীদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। যার উদ্দেশ্য ছিল আহলে সুন্নাতের পক্ষে মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করা। যারা জ্ঞানকে সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন। মাতুরীদীগণ আবু হানীফা (রহঃ)-এর শিষ্যদের মানহাজ ও কর্মধারা লালন করেন। তারা আক্বীদা বিষয়ে জ্ঞানকে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেন এবং আল্লাহ্র সমুন্নীত হওয়া এবং তাঁর হাত, চোখ ইত্যাদি গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। যদিও বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন কেবল জ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করেন। তারা আক্বীদা বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছ গ্রহণ করেন না। তারা ঈমানের জন্য কেবল হৃদয়ে বিশ্বাসকেই যথেষ্ট মনে করেন, যা আহলে সুন্নাতের বিপরীত। কেননা তাদের নিকট বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্মকে ঈমান বলা হয়। মাতুরীদীগণ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নন। মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য 'আল-আক্বায়েদুন নাসাফিইয়াহ' তাদের মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

৬০. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।

রয়েছে বঞ্চনা। কেননা ১৩টি ছাগলের সব চামড়া এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ গোশতের হকদার ছিল গরীবেরা। তা থেকে তাদের মাহরূম করা হ'ল একটি ফৎওয়ার মাধ্যমে। যার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোন দলীল নেই। এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়ক। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী। অতএব এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৮. কুরবানী করার পদ্ধতি :

(ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয়। আর গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[৬১] বাধ্যগত অবস্থায় উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবহ করা যাবে।[৬২] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পা দিয়ে পশুর এক পাশ চেপে ধরতেন। যবহের কাজ নাবালক ছেলে এমনকি ঋতুবতী মেয়েদের দ্বারাও করানো জায়েয। তবে কোন অমুসলিমকে দিয়ে যবহ করানো নিষিদ্ধ।[৬৩] যবহকারী 'বিসমিল্লাহ' বলেনি বলে নিশ্চিত হ'লে উক্ত যবহ বা কুরবানী খাওয়া যাবে না।[৬৪] মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবহ করতে পারেন।[৬৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। হাকেম ও বায়হাক্বীর একটি যঈফ সূত্র অনুযায়ী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ মর্মে কন্যা ফাতেমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি এটা স্বচক্ষে দেখ। কেননা এর রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তোমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন।[৬৬]

---

৬১. সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ পৃ.।
৬২. আবুদাঊদ হা/২৮২৩; মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবহ' অনুচ্ছেদ।
৬৩. নায়লুল আওত্বার ৬/২৪৫-৪৬ পৃ.।
৬৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৫/২৪০ পৃ.।
৬৫. বুখারী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৪০৭২; আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৯, ১৩/২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১০/৫০।
৬৬. মির'আত ২/৩৫০ পৃ.; ঐ, ৫/৭৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১ পৃ.।

(গ) **১১, ১২ ও ১৩ই** যিলহজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[৬৭] অনেকে সন্ধ্যার পরে কুরবানী করা নাজায়েয মনে করেন। এটা ঠিক নয়।

(ঘ) যদি যবহকারী ক্বিবলামুখী হ'তে ভুলে যান, তাহ'লেও ইনশাআল্লাহ কোন দোষ বর্তাবে না *(কিতাবুল উম্ম ২/২২৩ পৃ.)*।

(ঙ) কুরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে ছালাত হবে না। তবে যবহের পর গোশতের মধ্যে থাকা রক্ত পোশাকে লেগে থাকলে উক্ত পোশাকে ছালাত হয়ে যাবে।[৬৮]

৯. যবহকালীন দো'আ :

(১) *বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার* (আল্লাহ্র নামে, আর আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) (২) *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী* (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন *'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী'* (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[৬৯] (৩) *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইব্রাহীমা খালীলিক'* (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার বন্ধু ইব্রাহীমের পক্ষ হ'তে)।[৭০] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু *'বিসমিল্লাহ'* বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৭১] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন, *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরয; 'আলা*

---

৬৭. বায়হাক্বী ৯/২৯৬-৯৭ পৃ. হা/১৯০২৯-৩৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০, মির'আত ৫/১০৬-০৯।
৬৮. আত-তাহরীক, আগস্ট'১৯, ২২/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৩২।
৬৯. মির'আত ২/৩৫০ পৃ.; ঐ, ৫/৭৪ পৃ.।
৭০. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (কায়রো ছাপা : ১৪০৪ হি.) ২৬/৩০৮ পৃ.।
৭১. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু কুদামা দিমাশক্বী (৫৪১-৬২০ হি.), আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ১১/১১৭ পৃ.।

মিল্লাতি ইব্রাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' অথবা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।[৭২]

১০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৭৩] অনেকে কুরবানী করার অজুহাতে খুৎবা শেষ হওয়ার আগেই চলে যান। তারা সুন্নাত বিরোধী কাজ করেন এবং খুৎবা শোনার নেকী থেকে বঞ্চিত হন।

১১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭৪] অতঃপর ছালাত শেষে তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত থেকে ভক্ষণ করতেন'।[৭৫] বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৭৬]

দুর্ভাগ্য, বর্তমানে ঈদুল আযহাতে সকাল থেকে সেমাই-জর্দা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। অথচ এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। এ ব্যাপারে সকলের সাবধান হওয়া উচিত।

১২. গোশত বণ্টন :

জাহেলী আরবরা কা'বার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত পশুর গোশত নিজেরা খেত না। বরং সবটুকু ছাদাক্বা করে দিত।[৭৭] ইসলাম আসার পরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবহকৃত কুরবানীর পশুর গোশত নিজেরা খাওয়ার ও অন্যকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলা হয় فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ 'অতঃপর তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং অন্যদের খাওয়াও যারা চায়

---

৭২. বায়হাক্বী ৯/২৮৭, হা/১৯৬৫৭; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১৭৯২; আহমাদ হা/১৫০৬৪; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১ পৃ.।
৭৩. বুখারী হা/৫৫০০; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২; নায়েল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃ.।
৭৪. বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ।
৭৫. আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১ পৃ.।
৭৬. বায়হাক্বী ৩/২৮৩ পৃ., হা/৬৩৮১; সুবুলুস সালাম, তা'লীক্ব আলবানী ২/২০০ পৃ.।
৭৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা হজ্জ ২২/২৮ ও ৩৬ আয়াত।

না ও যারা চায়' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। অন্য আয়াতে এসেছে, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ– 'অতঃপর তোমরা খাও এবং দুস্থ ও অভাবীদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারকে খাওয়াতেন ও একভাগ অভাবী প্রতিবেশীদের দিতেন ও একভাগ সায়েলদের মধ্যে ছাদাক্বা করতেন'।[৭৮]

অতএব কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ অভাবী প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ ও একভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে ছাদাক্বা স্বরূপ বিতরণ করবে *(নায়েল ৬/২৫৪ পৃ.)*। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কিংবা সবটুকু বিতরণ করায় কোন দোষ নেই।[৭৯]

বণ্টন বিষয়ে উত্তম হ'ল, মহল্লার স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ এক স্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের তালিকা করে তাদের মধ্যে সুশৃংখলভাবে বিতরণ করা এবং প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে কুরবানীর গোশত পৌঁছে দেওয়া। বাকী এক তৃতীয়াংশ ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা। এর ফলে কুরবানী দাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। আর এটাই হ'ল কুরবানীর মূল প্রেরণা।

অনেকের মধ্যে দেখা যায়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কুরবানীর গোশত বিতরণ করেন। যদিও তারা নিজেরা কুরবানী করেছেন। এটা ঠিক নয়। কেননা এর ফলে অভাবী প্রতিবেশী যারা কুরবানী করেনি এবং সায়েল ও মিসকীনদের অংশ কমে যায়। অনেকে গোশত জমা করে সেখান থেকে প্রতিবেশী ও ফকীর-মিসকীনদের কিছু কিছু দিয়ে বাকী গোশত পুনরায় বণ্টনকারীরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। এটি একটি কুপ্রথা। এতে কৃপণতা প্রকাশ পায়। যা অবশ্যই বর্জনীয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯; তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

---

৭৮. মির'আত হা/১৪৯৩-এর আলোচনা, ৫/১২০ পৃ.।
৭৯. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১১/১০৮-০৯; মির'আত হা/১৪৯৩-এর আলোচনা, ৫/১২০ পৃ.।

আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত কুরবানীর পবিত্র গোশত মুসলিমদের মধ্যেই বিতরণ করা উত্তম। তবে অমুসলিম প্রতিবেশীদের কিছু দেওয়ায় দোষ নেই। কেননা এটি যাকাত বহির্ভূত নফল ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত।[৮০] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) স্বীয় গোলামকে বলেন, فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ 'তুমি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে দিয়েই গোশত বণ্টন শুরু কর'।[৮১] 'তোমরা মুসলমানদের কুরবানী থেকে মুশরিকদের আহার করাইয়ো না' মর্মে যে হাদীছ এসেছে সেটি 'যঈফ'।[৮২]

১৩. গোশত সংরক্ষণ :

কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়। হযরত সালামা বিন আকওয়া' (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তিন দিনের ঊর্ধ্বে কুরবানীর গোশত ঘরে রাখতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরের বছর তিনি বলেন, كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوْا فِيْهِمْ– 'তোমরা কুরবানীর গোশত খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চিত রাখ। কেননা গত বছর মানুষের কষ্ট ছিল। সেকারণ আমি চেয়েছিলাম তোমরা গোশত সঞ্চয় না করে তা দিয়ে লোকদের সাহায্য কর'।[৮৩] এমনকি তিনি 'এক যুলহিজ্জাহ থেকে আরেক যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত' সঞ্চিত রাখার অনুমতি দেন।[৮৪] অতএব মহল্লায় অভাবীর সংখ্যা বেশী থাকলে বা দেশে ব্যাপক অভাব দেখা দিলে তিনদিনের পর গোশত সবটুকু বিতরণ করা যরূরী *(মুসলিম হা/১৯৭২)*।

১৪. মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী :

এ ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল নেই। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছেন বলে

---

৮০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা, তাবি) ৩/৫৮৩ পৃ., (কায়রো ছাপা : ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খৃ.), মাসআলা ক্রমিক ৭৮৭৯, ৯/৪৫০ পৃ.।

৮১. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮, সনদ ছহীহ- আলবানী, 'ইহূদী প্রতিবেশী' অনুচ্ছেদ।

৮২. لاَ تُطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِّنَ النُّسُكِ– বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৯৫৬০ 'প্রতিবেশীকে সম্মান করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ যঈফ।

৮৩. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭২; মিশকাত হা/২৭৪৪ 'মানাসিক' অধ্যায়।

৮৪. كُلُّهَا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ إِلَى ذِى الْحِجَّةِ– আহমাদ হা/২৬৪৫৮ 'সনদ হাসান'; কুরতুবী, তাফসীর সূরা হজ্জ ২২/২৮ আয়াত, হা/৪৪১৩।

যে হাদীছটি এসেছে, সেটি যঈফ।[৮৫] তাছাড়া অন্য কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী দিয়েছেন বলে জানা যায় না। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে তাবেঈ বিদ্বান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩-৯৪ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর গোশত ও চামড়া ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলির নিকট দাঁড়াতে এবং সেগুলির গোশত, চামড়া ও পোষাক ছাদাক্বা করার নির্দেশ দেন। তিনি গোশত দ্বারা কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব'।[৮৬] তবে অন্য হাদীছে এসেছে যে, কুরবানীর গোশত নিজেরা খাবে, অন্যকে হাদিয়া দিবে, ছাদাক্বা করবে ও সংরক্ষণ করবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৭৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করল (অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভোগ করল) তার কুরবানী হ'ল না *(হাকেম, বায়হাক্বী; ছহীহুল জামে' হা/৬১১৮)*।

চামড়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৯/৬০)*। এগুলি মহল্লার বায়তুল মাল ফাণ্ডে জমা করে আল্লাহভীরু বিশ্বস্ত মুতাওয়াল্লীর মাধ্যমে সুশৃংখল ভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাথে ব্যয় করা উত্তম। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম ছাদাক্বাতুল ফিৎর জমা গ্রহণকারীর নিকট জমা করতেন ও পরে বণ্টন করতেন।[৮৭]

সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে চামড়া ও পশম পৃথকভাবে অর্থকরী শিল্প হিসাবে কাজে লাগানো। তাহ'লে কেবল কুরবানীই হ'তে পারে দেশের অন্যতম সেরা আর্থিক খাত।

---

৮৫. আবুদাঊদ হা/২৭৯০; তিরমিযী হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৬২; মির'আত হা/১৪৭৭ 'ছালাত' অধ্যায়-৪ 'উযহিয়া' অনুচ্ছেদ-৪৮, হাদীছ যঈফ।

৮৬. বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮ 'মানাসিক' অধ্যায়।

৮৭. বুখারী হা/ ১৫১১-এর ব্যাখ্যা; ফৎহ ৩/৪৪০-৪১ পৃ.।

১৬. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(আল-মুগনী ১১/১১০ পৃ.)*।

১৭. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৮৮] ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ছাদাক্বার চাইতে কুরবানী উত্তম, যেমন অন্য সব নফল ছালাতের চাইতে ঈদের ছালাত উত্তম।[৮৯]

১৮. একাকী বসবাসকারী কোন মুমিন পুরুষ বা নারী সক্ষম হ'লে কুরবানী করবেন।[৯০] এছাড়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবস্থানগত কারণে কুরবানী করার সুযোগ না থাকলে ঐ অর্থ দিয়ে নিজ দেশে বা অন্য দেশে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে কুরবানী করানো যাবে।[৯১]

১৯. পরিবারসহ বিদেশে অবস্থানকারী কোন প্রবাসী অধিক মূল্যের কারণে সেখানে কুরবানী না করে দেশে ভাই-বোনের পরিবারে কুরবানী করতে পারবেন না। বরং অবস্থানস্থলের মূল্য অনুযায়ী সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করবেন। অন্যথায় বিরত থাকবেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২২৪ পৃ.)*। তবে পরিবার যদি দেশে থাকে এবং ব্যক্তি যদি প্রবাসে থাকে, তাহ'লে পরিবারের কুরবানী তার জন্য যথেষ্ট হবে।

২০. কুরবানীর অন্যান্য জ্ঞাতব্য :

(১) পোষা বা খরীদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। কেননা এটি ওয়াকফের মত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে।

---

৮৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১১/৯৪-৯৫ পৃ.।
৮৯. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/১০৮ পৃ.।
৯০. মুহাল্লা ৬/৩৭; আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৭, ২০/১২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪৫৯।
৯১. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৯, ১৩/২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪২৫।

(২) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে।

(৩) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্‌র রাহে যবহ করে দিতে হবে।

(৪) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ব্যতীত তার ঋণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[৯২]

(৫) ঋণ করে কুরবানী করা যাবে। যদি তা পরিশোধের ক্ষমতা থাকে। তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়'।[৯৩] এজন্য তাকে প্রথম সুযোগেই উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার সম্মতিক্রমে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দিলে তাতে বাধা নেই'।[৯৪]

(৬) কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। অতএব এটির মূল্য মসজিদ-মাদ্রাসা বা ঈদগাহ নির্মাণ খাতে ব্যয় করা যাবেনা। ভুলবশতঃ ব্যয় করে ফেললে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করবে। সম্ভব হ'লে সমপরিমাণ অর্থ ছাদাক্বার কোন খাতে ব্যয় করবে।[৯৫] কেননা ছাদাক্বা পাপকে মিটিয়ে দেয়। যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় *(তিরমিযী হা/৬১৪; মিশকাত হা/২৯)*।

(৭) পাঠা ছাগলের কুরবানী জায়েয।[৯৬] তবে অপসন্দনীয়। কেননা এটি দুর্গন্ধযুক্ত। আর রাসূল (ছাঃ) 'খাসি' কুরবানী দিতেন।

---

৯২. মির'আত ২/৩৬৮-৬৯ পৃ.; ঐ, ৫/১১৭-১২০ পৃ.; শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬ পৃ.।
৯৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৫ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৭-৩৮ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ২০।
৯৪. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৩, প্রশ্নোত্তর ২৩/৬৩।
৯৫. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৪, ১৮/২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৪/৬৪।
৯৬. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৪, ১৮/৩ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১১/৯১।

(৮) হরমোন বা স্টেরয়েড ঔষধ কিংবা অধিক পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাধ্যমে কুরবানীর পশু মোটা-তাযা করণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যা আদৌ শরী'আত সম্মত নয়। এতে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়। রান্নার পরেও যা অবশিষ্ট থাকে। যাতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করোনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা'।[৯৭]

(৯) গাভিন পশু যবেহ কালে পেটে বাচ্চা পেলে রুচিতে কুলালে সেটাও খাওয়া যাবে। কেননা মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল।[৯৮]

(১০) হজ্জে গমনকারী পিতা সেখানে কুরবানী দিলেও সামর্থ্য থাকলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাড়ীতে পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিবেন।[৯৯]

(১১) ঈদুল আযহার পূর্বেই কুরবানীর চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করায় দোষ নেই। যদি সেখানে পরিমাপ, পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত থাকে।[১০০]

(১২) আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এক সময়ে বহু পশু কুরবানী করা সম্ভব হ'লে একবার 'বিসমিল্লাহ' বলা বা দো'আ পাঠ করা যথেষ্ঠ হবে।[১০১]

(১৩) কুরবানী, আক্বীক্বা বা মানতের পশু কবরের নিকট যবেহ করা যাবেনা।[১০২]

(১৪) যিনি যে জামা'আতের সাথে খুৎবা সহ ঈদের ছালাত আদায় করবেন, তিনি সেই জামা'আত শেষে কুরবানী করবেন। কারণ জামা'আতে ছালাতের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নয়।[১০৩] (১৫) কুরবানীর গোশত দিয়ে বিবাহের অলীমা করা যাবে।[১০৪]

---

৯৭. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; ছহীহাহ হা/২৫০; আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৪, ১৮/৩ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৫/১০৫।
৯৮. আবুদাঊদ হা/২৮২৮; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২; আত-তাহরীক, মে ২০১৫, ১৮/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২২/৩০২।
৯৯. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৫, ১৯/১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৩।
১০০. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৫, ১৯/১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮।
১০১. আত-তাহরীক, মে ২০১৬, ১৯/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৯৭।
১০২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/৪৯৫ পৃ.।
১০৩. বুখারী হা/৫৫০০; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।
১০৪. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৯, ২২/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৮/৪২৮।

ঈদায়নের মাসায়েল (مسائل العيدين)

১. সংজ্ঞা : 'ঈদ' 'আওদুন' (عَادَ يَعُوْدُ عَوْدًا) ধাতু হ'তে উৎপন্ন, যার অর্থ বারবার ফিরে আসা। জাহেলী আরবে যে কোন বার্ষিক আনন্দ মেলাকে 'ঈদ' বলা হ'ত। অতঃপর ইসলামী পরিভাষায় 'ঈদ' ঐ দু'টি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবকে বলা হয়, যা শরী'আত নির্ধারিত পন্থায় উদযাপিত হয়। যেদিন বারবার আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করে তাঁর নামে তাকবীর ধ্বনি করা হয় এবং যা প্রতি বছর বান্দার উপরে আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহের বারতা নিয়ে ফিরে আসে'। পর পর দুই ঈদকে একত্রে 'ঈদায়েন' বলা হয়।

২. প্রচলন : ঈদুল ফিৎরের ছালাত ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বদর যুদ্ধের পর বিধিবদ্ধ হয় এবং ঈদুল আযহার ছালাত ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু ক্বায়নুক্বা যুদ্ধের পর বিধিবদ্ধ হয়। তখন থেকেই অদ্যাবধি ঈদায়নের ছালাত মুসলিম উম্মাহ্র সর্বত্র চালু আছে। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিদর্শন।

৩. করণীয় : (ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১০৫] (খ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন।[১০৬]

৪. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উপরে উঠার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১০৭] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৫. ফযীলত ও নিয়ত : ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ।[১০৮] 'নিয়ত' অর্থ সংকল্প করা। ঈদায়েন সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না, বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে

---

১০৫. মির'আত ৫/২১-২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭, ১/৩১৭-১৮ পৃ.।

১০৬. নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি) ৫/২৬ পৃ.।

১০৭. আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাউদ (কায়রো ছাপা : ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) ৩/৪৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃ.।

১০৮. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৮ আয়াত, ১৫/১০৮ পৃ.।

হয়।[১০৯] হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় যে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়, তা মানতের উচ্চারণের ন্যায়। কারণ সংকল্পের সাথে সাথে মানতের কথা মুখে বলতে হয়। অতএব 'আমি হজ্জ বা ওমরাহ্র নিয়ত করলাম' একথা মুখে বলা যাবেনা। কেননা হাদীছে এর কোন প্রমাণ নেই। কেবল মুখে 'তালবিয়া' পাঠ করাই প্রমাণিত *(ওছায়মীন)*।[১১০]

৬. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি :

ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شِعَارُ الْعِيْدِ)। ঈদুল ফিৎরে রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়াম পূর্ণ করা এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও হেদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ এটা করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– '(ছিয়াম ফরয করা হয়েছে এজন্য যে,) আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করবে এবং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অতঃপর ঈদুল আযহাতে কুরবানীর পশুগুলিকে মানুষের অনুগত করে দেওয়ার এবং আল্লাহ্র নামে জীবন উৎসর্গ করার হেদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ *(হজ্জ ২২/৩৭)* আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করার জন্য বার বার তাকবীর ধ্বনি করতে হয়। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ বলেন, ঈদের আগেও উচ্চস্বরে এই তাকবীর দেওয়ায় কোন বাধা নেই।[১১১] সূরা বাক্বারাহ্ ১৮৫ ও সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী তাকবীর ধ্বনির গুরুত্ব সর্বাধিক। মহিলাগণও সরবে (তবে উচ্চকণ্ঠে নয়) তাকবীর পাঠ করবেন।[১১২]

৭. তাকবীরের শব্দাবলী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তাকবীরের বিষয়ে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩; ইরওয়া ৩/১২৪-২৫)*। হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ দুই বা তিন বার করে তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (২ বার), আল্লাহ*

---

১০৯. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।
১১০. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ.; মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ৫৮৬।
১১১. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৮, ২১/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৪৩৫।
১১২. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত; বায়হাক্বী ৩/৩১৬ পৃ. অনুচ্ছেদ-৪০।

ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (২ বার), আর আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা)।[১১৩] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যদি 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা' *(আল্লাহ সবার চেয়ে অতি বড়, আল্লাহ্র জন্য অগণিত প্রশংসা এবং তাঁর জন্যই সর্বোচ্চ পবিত্রতা সকালে ও সন্ধ্যায়)* বৃদ্ধি করা হয়, তবে সেটাই 'সুন্দর' হবে (كَانَ حَسَنًا)।[১১৪]

৮. ঈদগাহে গমন :

(ক) ঈদের দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাহলীল ও তাকবীর অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলতে বলতে যাত্রা করা মুস্তাহাব।[১১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফযল বিন আব্বাস, জামাতা আলী, তার ভাই জা'ফর, নাতি হাসান-হোসায়েন, গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহ, তৎপুত্র উসামা বিন যায়েদ ও আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান প্রমুখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীলসহ ঈদগাহ অভিমুখে ঘর হ'তে রওয়ানা দিতেন ও এইভাবে ঈদগাহ পর্যন্ত পৌঁছতেন। অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তাকবীর শেষ করতেন।[১১৬] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর স্বীয় পিতা ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা আরাফার দিন সকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বের হ'তাম। এসময় আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর ধ্বনি করত, কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ধ্বনি করত। অথচ কি তাজ্জবের কথা, তোমরা এখন সেটা বলোনা যেটা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি'। একই বর্ণনা এসেছে ওমর, আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে *(বায়হাক্বী ৩/৩১৩, হা/৬৪৯৪)*।

---

১১৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৫০-৫৩; বায়হাক্বী ৩/৩১৫ পৃ., হা/৬৫০৪, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/৬৫৪, ৩/১২৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃ.।

১১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.), যাদুল মা'আদ (বৈরূত : ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ২/৩৬১ পৃ.।

১১৫. বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১ 'ছালাত' অধ্যায় 'পরিচ্ছন্নতা ও তাকবীর' অনুচ্ছেদ-৪৪; ছহীহাহ হা/১৭১।

১১৬. বায়হাক্বী ৩/২৭৯ পৃ. হা/৬৩৪৯; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) হা/৬৫০, ৩/১২৩ পৃ.।

Contents

তাবেঈ বিদ্বান ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন, লোকেরা ঈদের দিন সকালে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে ঈদগাহে আসত। অতঃপর ইমাম এলে তাকবীর বন্ধ করত। এ সময় ইমাম তাকবীর দিলে তারাও ইমামের সাথে তাকবীর দিত।[১১৭] নিতান্ত কোন ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটেই তাকবীর ধ্বনি সহকারে ঈদগাহে আসতে হয়।[১১৮] ছাহাবীগণ ঈদুল আযহার চাইতে ঈদুল ফিৎরের দিন বেশী বেশী তাকবীর দিতেন *(বায়হাক্বী ৩/২৭৯, হা/৬৩৫১)*। তাদের একজন তাকবীর দিলে অন্যেরা তার সাথে তাকবীর ধ্বনি করতেন। তাতে সর্বত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(বায়হাক্বী ৩/২৭৯-৮০)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক পথে যেতেন ও অন্য পথে ফিরতেন।[১১৯]

৯. আইয়ামে তাশরীক্বের তাকবীর :

ছাহাবায়ে কেরাম থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত (২৩ ওয়াক্ত) ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা মুস্তাহাব।[১২০]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলিতে বাজারে গমন করে তাকবীর ধ্বনি করতেন। লোকেরাও তাঁদের সাথে জোরে জোরে তাকবীর ধ্বনি করত। ওমর ফারূক (রাঃ) মিনাতে নিজের তাঁবুতে এত জোরে তাকবীর দিতেন যে, পার্শ্ববর্তী মসজিদের মুছল্লী ও বাজারের লোকেরা সবাই তাঁর সাথে তাকবীর ধ্বনি করে উঠত, যা এলাকাকে মুখর করে তুলত।[১২১]

১০. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি :

কোনরূপ আযান-এক্বামত ছাড়াই ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে

---

১১৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬২৯ ও ৫৬৬৫, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/১২১ পৃ.।

১১৮. ইরওয়া ৩/১২৫-২৬; মির'আত হা/১৪৬৭-এর ব্যাখ্যা, ৫/৭০ পৃ.।

১১৯. বুখারী হা/৯৮৬; মিশকাত হা/১৪৩৪ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১২০. বায়হাক্বী ৩/৩১৪ পৃ. হা/৬৪৯৫-৯৭; ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২-৪৩ পৃ. 'ঈদায়নের দিন সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ; নায়েল ৪/২৭৮-৭৯ পৃ. 'আইয়ামে তাশরীকে যিকির' অনুচ্ছেদ।

১২১. বুখারী-তা'লীক্ব, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৬৫১, ৩/১২৪ পৃ.; নায়লুল আওত্বার ৪/২৭৪ পৃ.।

বাঁধবে। অতঃপর ‘ছানা’ (দো‘আয়ে ইস্তেফতাহ) পড়বে। অতঃপর ‘আল্লাহু আকবর’ বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর অতিরিক্ত সাতটি তাকবীর দিবে।[১২২] প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে *(ইরওয়া ৩/১১৩; মির‘আত ৫/৫৪)*। অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ’লে প্রথম রাক‘আতে আ‘ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ’লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ’লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর ‘বিসমিল্লাহ’ পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

প্রথম রাক‘আতে সূরা *ক্বাফ* অথবা *আ‘লা* এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা *ক্বামার* অথবা *গা-শিয়াহ* পড়বে’।[১২৩] অন্য সূরাও পড়া যাবে।[১২৪] অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ’লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা ‘সিজদায়ে সহো’ লাগে না।[১২৫]

খুৎবা : ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[১২৬]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ، ‘যখন ইমাম ঈদুল ফিতরের (ছালাতের জন্য) বের হন, তার পরে কোন আযান, এক্বামত বা আহ্বান বা অন্য কোনকিছু নেই’।[১২৭] অতএব এই সময় ‘জামা‘আত দাঁড়িয়ে গেল’ (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ) বলে লোকদের জলদি আসার জন্য আহ্বান

১২২. ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.), রওযাতুত ত্বালেবীন (বৈরূত ছাপা : ১৪১২ হি./১৯৯১ খৃ.) ২/৭১ পৃ.।
১২৩. মুসলিম হা/৮৭৮ (৬২); মিশকাত হা/৮৪০-৪১, ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২।
১২৪. আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০ ও ৮৫৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ২১২ পৃ.।
১২৫. মির‘আত হা/১৪৫৭; ঐ, হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩-৫৪; ইরওয়া ৩/১১৩।
১২৬. বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম হা/৮৮৯; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
১২৭. মুসলিম হা/৮৮৬; মিশকাত হা/১৪৫১ ‘ঈদায়েনের ছালাত’ অনুচ্ছেদ; নায়েল ৪/২৫১, ৩/৩৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮, ১/৩১৯ পৃ.।

করা উচিৎ নয়।[১২৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্নজনে বক্তৃতা করেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের ছালাতের পর খুৎবা দেওয়া ও তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা সুন্নাত। ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। যেমন,

عَن أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْئٍ يَّبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَّقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرَ بِشَيْئٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

‘আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হ’তেন। (ঈদগাহে পৌঁছে) তিনি প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা তখন নিজ নিজ কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাছাই করতেন অথবা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করতেন’।[১২৯]

মিশকাতে সংকলিত উপরোক্ত হাদীছ ও একই মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত পরবর্তী হাদীছ *(হা/১৪২৯)* দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা একটিই ছিল। মাঝখানে বসে দু’টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে কয়েকটি ‘যঈফ’ হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির‘আত বলেন, ‘প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম‘আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর ‘আমল’ দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়’।[১৩০]

---

১২৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮, ১/৩১৯ পৃ.; নায়েল ৪/২৫১, ৩/৩৫১; মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ১৪১১, ২/২৮১ পৃ.।

১২৯. বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম হা/৮৮৯; মিশকাত হা/১৪২৬, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৩৪২।

১৩০. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির‘আত হা/১৪৪৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/২৭; নায়লুল আওত্বার ৪/২৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.।

খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, তাকবীর, দো'আ সবই ছিল।[১৩১] ইবনু মাজাহ কর্তৃক যঈফ সনদে *(হা/১২৮৭)* রাসূল (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন সা'দ আল-ক্বারায (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে বেশী বেশী তাকবীর ধ্বনি করতেন' *(মির'আত ৫/৭০ পৃ.)*। এ সময় মুছল্লীগণ ইমামের সাথে তাকবীর ধ্বনি করতেন' *(মুগনী ২/২৪৪)*। এটি কুরআনী নির্দেশের অনুকূলে। কেননা ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 'আর এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে একারণে যে, তিনি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

অনেক মুছল্লী খুৎবার সময় অন্যদিকে মনোযোগ দেন, অনেকে চলে যান, অনেক ঈদগাহে খুৎবার সময় পয়সা তোলা হয়, এগুলি খুৎবা অবমাননার শামিল। কেননা খুৎবার সময় অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া, পরস্পরে কথা বলা, এমনকি অন্যকে 'চুপ কর' একথা বলাও নিষিদ্ধ।[১৩২] সবচেয়ে বড় কথা, ঐ ব্যক্তি খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হয় এবং সুন্নাত তরক করার জন্য গোনাহগার হয়। পয়সা উঠানোর প্রয়োজন মনে করলে সেটা সালাম ফিরানোর পরপরই খুৎবা শুরুর আগেই দ্রুত সেরে নিবেন।

(ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়ে নিবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.)*।

(চ) একই ব্যক্তি একাধিক জামা'আতে ইমামতি করতে পারবেন। তার জন্য পরবর্তী ছালাতগুলি ছাদাক্বা হবে।[১৩৩]

(ছ) জুম'আ ও ঈদায়েনের জামা'আত যত বড় হয়, তত উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ...জামা'আত যত বড় হয়, তত বেশী আল্লাহ্র নিকট প্রিয়

---

১৩১. মির'আত হা/১৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ৫/৩১; বায়হাক্বী ৩/২৯৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.।
১৩২. বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৩৩. আবুদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩৯৮; মিশকাত হা/১১৪৬।

হয় (وما كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ)।[১৩৪] অতএব পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কারণে জামা'আত বিভক্ত করা ও ঘন ঘন জুম'আ মসজিদ ও ঈদের জামা'আত কায়েম করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ।

১১. মহিলাদের ঈদের জামা'আত :

(ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন এবং মুখে তাকবীর, তাহলীল, আমীন ইত্যাদি বলবেন। যেমন,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُّخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُّصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَّا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[১৩৫]

---

১৩৪. বুখারী হা/৬৪৭; মুসলিম হা/৬৪৯ (২৭২); মিশকাত হা/৭০২, ১০৫২; আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬। অত্র হাদীছে মসজিদ, বাড়ী ও বাজারের তুলনামূলক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, বর্ণিত ২৭ গুণ ছওয়াব কেবল মসজিদের জন্য নির্ধারিত। অধিকন্তু বাড়ীতে ছালাত আদায় করা বাজারে ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। অনুরূপভাবে বাড়ীতে কিংবা বাজারে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সেখানে একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। =দ্রঃ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ, (দিল্লী : ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৫) ২/৪০৯ পৃ.; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪১১-১২; মির'আত হা/১০৭৩-এর ব্যাখ্যা, ৩/৫১০ পৃ.; ফাৎহুল বারী হা/৬৪৭-এর ব্যাখ্যা।

১৩৫. বুখারী হা/৩৫১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৩৪৭।

মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ কথাটি 'আম' *(মুসলিম হা/৮৯০)*। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা ও ওয়ায-নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পর দু'হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে দো'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই।[১৩৬]

(খ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে একাকী বা মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) ইমামের সাথে জামা'আত না পাওয়ায় বছরার 'যাবিয়া'য় নিজ বাড়ীতে পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে জামা'আত করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন *(বায়হাক্বী ৩/৩০৫ পৃ. হা/৬৪৫৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বীয় মুক্তদাস আব্দুল্লাহ বিন আবু উৎবাকে উক্ত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[১৩৭]

(গ) সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, যেসব এলাকায় মহিলাদের পক্ষে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়, সেসব এলাকার মহিলারা ঘরে একাকী অথবা জামা'আত সহকারে ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারেন। এতে কোন সমস্যা নেই। বরং তারা অধিক নেকীর অধিকারী হবেন।[১৩৮]

অতএব গ্রামাঞ্চলে বা শহরে ফ্ল্যাট বাড়ীগুলিতে মহিলারা এক স্থানে সমবেত হয়ে ঈদের জামা'আত করতে পারেন। জামা'আতের প্রথম কাতারের মধ্যস্থলে সমান্তরালভাবে মহিলা ইমাম দাঁড়াবেন। মা আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) এভাবেই জামা'আতে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন।[১৩৯]

---

১৩৬. মির'আত হা/১৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ২/৩৩১; ঐ, ৫/৩১ পৃ.।

১৩৭. বুখারী (দেউবন্দ ছাপা : ১৪০৫ হি.) ১/১৩৪ পৃ.; বায়হাক্বী ৩/৩০৫, হা/৬৪৫৯; বুখারী 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়-১৩, 'কারো ঈদের ছালাত ছুটে গেলে সে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে' অনুচ্ছেদ-২৫, ৪/১৫৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.; মুগনী ২/২৫১, ২/২৯০, মাসআলা ক্রমিক ১৪২৬।

১৩৮. শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১২-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া, ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।

১৩৯. বায়হাক্বী ৩/১৩১, হা/৫৫৬৪; হাকেম হা/৭৩১; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪৯৫৪, ৪৯৮৮-৪৯৯৩; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫০৮০-৮৭; ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ (ছান'আ, ইয়ামন : ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/৩২২ পৃ.।

ফরয ছালাত সমূহ ও তারাবীহ্র জামা'আতে মহিলাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলীল রয়েছে।[১৪০] মা আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করতেন।[১৪১] বদর যুদ্ধের সময় উম্মে ওয়ারাক্বাহ (রাঃ)-কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ আনছারী নামক একজন বৃদ্ধকে মুওয়াযযিন নির্ধারণ করেছিলেন।[১৪২] অন্য বর্ণনায় খাছভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) উম্মে অরাক্বাকে তার পরিবারের মহিলাদের ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[১৪৩] ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ছাওরী, আহমাদ ও আবু হানীফা (রহঃ) সকলে মহিলাদের ফরয ও নফল ছালাতে মহিলাদের ইমামতি মুস্তাহাব বলেছেন।[১৪৪]

১২. ময়দানে ঈদের জামা'আত :

ময়দানে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত ময়দানে পড়তেন। অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ বেশী নেকী এবং অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেননি। ঈদের এই ময়দানটি ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর মাত্র পাঁচশ' গজ (أَلْفُ ذِرَاعٍ) দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪৫] বর্তমানে যা হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং এখানে ঈদের জামা'আত হচ্ছে। একটি 'যঈফ' বর্ণনা অনুযায়ী তিনি একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন।[১৪৬] অতএব বৃষ্টি কিংবা ভীতি বা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত

---

১৪০. আবুদাঊদ হা/৫৯১, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩; নায়েল ৪/৬৩ পৃ.।

১৪১. বায়হাক্বী ৩/১৩১, হা/৫৫৬১-৬৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১, ১৭৭ পৃ.।

১৪২. আবুদাঊদ হা/৫৯১-৯২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৬৭৬; নায়েল ৪/৬৩ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৯৩, ২/২৫৫ পৃ.।

১৪৩. দারাকুৎনী হা/১০৭১, ১৫০৬; ইরওয়া হা/৪৯৩ সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/৫৯২, সনদ হাসান; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪৩-৪৪ পৃ.।

১৪৪. আল-মিন্নাতুল কুবরা শরহ বায়হাক্বী ছুগরা, তাহকীক : যিয়াউর রহমান আ'যমী, (রিয়াদ : মাকতাবা রুশদ ১৪২১ হি.) ২/১১০ পৃ.।

১৪৫. ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭-৩৮; মির'আত হা/১৪৪০-এর আলোচনা, ২/৩২৭; ঐ, ৫/২২ পৃ.।

১৪৬. আবুদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১৩; মিশকাত হা/১৪৪৮, সনদ যঈফ।

করা যাবে।[১৪৭] কিন্তু বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

১৩. জুম‘আ, ঈদ ও আক্বীক্বা একই দিনে :

জুম‘আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু’টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম‘আ অপরিহার্য করেননি।[১৪৮] অনুরূপভাবে আক্বীক্বা ও কুরবানী একই দিনে হ’লে এবং দু’টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৪৯]

১৪. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর

(التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين)

প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক‘আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ ভুলে যায় ও ক্বিরাআত শুরু করে দেয়, তাহ’লে পুনরায় তাকবীর দিতে হবে না।[১৫০] যদি গণনায় কমবেশী হয়ে যায়, তাতে সিজদায়ে সহো লাগে না। দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতি সহ ধীরে-সুস্থে প্রতিটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে দু’হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[১৫১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন।

---

১৪৭. আল-মুগনী ২/২৩৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮; ঐ, ১/২৩৭ পৃ.।

১৪৮. আবুদাঊদ হা/১০৭০, ১০৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩১০; দারেমী হা/১৬১২; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৬; ঐ, ১/২৩৬ পৃ.; নায়েল ৪/২৩১ পৃ.।

১৪৯. তিরমিযী হা/১৫২২; আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩ ‘শিকার ও যবহ সমূহ’ অধ্যায় ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে‘ হা/৪১৮৪।

১৫০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/২৪২ পৃ.; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫৩ পৃ.।

১৫১. বায়হাক্বী হা/৬৪১০, ৩/২৯৩ পৃ.; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫৪ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৪২ পৃ.; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ।

ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১৫২]

বারো তাকবীর সম্পর্কে ছহীহ, হাসান ও যঈফ সনদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তিনটি ছহীহ হাদীছ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১ম হাদীছ : মা আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ- وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ: سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ-

'রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন, রুকুর তাকবীর ব্যতীত'।[১৫৩] দারাকুৎনীর বর্ণনায় এসেছে 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[১৫৪]

শায়েখ আলবানী বলেন, অত্র হাদীছের সনদে ইবনু লাহী'আহ থাকার কারণে অনেকে হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু যখন তিন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এবং আব্দুল্লাহ আল-মুক্বরী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন সেটি 'ছহীহ' হিসাবে গণ্য হয়। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন ইবনু লাহী'আহ থেকে তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে। অতএব হাদীছটির সনদ ছহীহ।[১৫৫]

২য় হাদীছ :

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

---

১৫২. তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃ.; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।

১৫৩. আবুদাউদ হা/১১৪৯-৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; সনদ ছহীহ।

১৫৪. ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) হা/১৭০৪ 'ঈদায়েন' অধ্যায়, হা/১৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৬৩৯, ৩/১০৬-১২ পৃ.।

১৫৫. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর ব্যাখ্যা, ৩/১০৭-১০৮ পৃ.।

কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ'তে তিনি স্বীয় দাদা 'আমর বিন 'আওফ আল-মুযানী (বদরী ছাহাবী) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১৫৬]

হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْهُ وَبِهِ أَقُولُ-

হাদীছটি 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' বর্ণনা'। তিরমিযী বলেন, এটাই মদীনাবাসীদের আমল এবং একথাই বলেন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ।[১৫৭]

তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক বিশুদ্ধ আর কোন রেওয়ায়াত নেই। আর আমিও এ কথা বলি'।[১৫৮] ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির'আত বলেন, বিভিন্ন 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে তিরমিযী একে 'হাসান' বলেছেন'।[১৫৯] শায়েখ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ 'খুবই দুর্বল'। কিন্তু বহু 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে হাদীছটি শক্তিশালী হয়েছে'।[১৬০]

---

১৫৬. তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১; এখানে মিশকাতে 'দারেমী' লেখা হয়েছে, যেটা ভুল। কেননা দারেমীতে এ হাদীছ নেই। এতদ্ব্যতীত আবুদাউদে আয়েশা ও আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে ৪টি হাদীছ হা/১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২ এবং ইবনু মাজাহতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মুওয়াযযিন সা'দ আল-ক্বারায, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ও আয়েশা (রাঃ) হ'তে আরও ৪টি ছহীহ হাদীছ হা/১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮০ বর্ণিত হয়েছে।

১৫৭. জামে' তিরমিযী (দিল্লী : ১৩০৮ হি.) ১/৭০ পৃ.; তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ (বৈরূত : তাবি) হা/১২৭৯; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৮ পৃ.।

১৫৮. বায়হাক্বী (বৈরূত : তাবি) ৩/২৮৬ পৃ.; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৯ পৃ.; ঐ, ৫/৫৫ পৃ.।

১৫৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২ পৃ.; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৫৫ পৃ.।

১৬০. মিশকাত হা/১৪৪১-এর টীকা ১, ১/৪৫৩, ১/৩২৩ পৃ.; মিরক্বাত হা/১৪৪১-এর আলোচনা, ৩/১০৭১ পৃ.।

৩য় হাদীছ :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ فِى الأُولَى سَبْعًا وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِى رِوَايَةٍ: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلاَةِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ–

আমর ইবনে শু‘আইব তার পিতা হ’তে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাক‘আতে সাতটি ও শেষ রাক‘আতে পাঁচটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতেন’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছালাতের তাকবীর’ ব্যতীত।[১৬১]

অত্র হাদীছটি সম্পর্কে ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির‘আত উভয়ে বলেন, الظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ– ‘এটা পরিষ্কার যে, আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর বর্ণিত অত্র হাদীছটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ’।[১৬২]

শায়েখ আলবানী হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও তাঁর উসতায আলী ইবনুল মাদীনী হাদীছটিকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। আল্লামা নীমভী বলেন, হাদীছটির সনদের মূল কেন্দ্রবিন্দু (مَدَارٌ) হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী। তাঁকে কোন কোন বিদ্বান ‘যঈফ’ বলেছেন। ছাহেবে মির‘আত বলেন, আহমাদ, বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ বিদ্বানগণের ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের (جَهَابِذَةُ) বক্তব্যের পরে অন্যদের বক্তব্যের প্রতি দৃকপাত না করলেও

১৬১. দারাকুৎনী হা/১৭১২, ১৭১৪ ‘ঈদায়েন’ অধ্যায়; বায়হাক্বী ২/২৮৫ পৃ.। হাদীছটির শেষাংশটি দারাকুৎনী ও বায়হাক্বীতে এসেছে। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আবুদাঊদ হা/১১৫১; তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৭-৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১।

১৬২. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২; মির‘আত ৫/৪৮, ৫৫ পৃ.। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়ে ১০টি মতভেদ উল্লেখ করে ১২ তাকবীরকেই ‘সর্বাগ্রগণ্য’ (أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ) হিসাবে মন্তব্য করেছেন *(দ্র. নায়েল ৪/২৫৭ পৃ.)*।

চলে। মুজতাহিদ ইমামগণ এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনু 'আদী বলেন, আমর ইবনু শু'আইব থেকে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফীর সকল বর্ণনা সুদৃঢ় (مُسْتَقِيمَةٌ)। হাফেয ইরাক্বী বলেন, إِسْنَادُهُ صَالِحٌ 'অত্র হাদীছের সনদ দলীলযোগ্য'। তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَسَنٌ صَالِحٌ لِّلْإِحْتِجَاجِ وَيُؤَيِّدُهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ-

'সারকথা এই যে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমরের হাদীছটি 'হাসান' ও দলীল গ্রহণের যোগ্য এবং একে শক্তিশালী করে ঐ সকল হাদীছ, যেগুলির দিকে তিরমিযী ইঙ্গিত করেছেন'।[১৬৩]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'[১৬৪] বলে **১ম** রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تَأْوِيلٌ) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়,[১৬৫] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম

---

১৬৩. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত (মৃ. ১৩৫৩ হি.), তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে' তিরমিযী (মদীনা : মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.) ৩/৮৫ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৩৮ পৃ.।

১৬৪. كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ আবুদাউদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭, রাবী সাঈদ ইবনু 'আছ (রাঃ)।

১৬৫. যেমন ত্বাহাবী (২৩৮-৩২১ হি.), শরহ মা'আনিল আছার ৬/২৫ পৃ., ১/৪৯৫, হা/২৮৪৬; আলবানী, ছহীহাহ হা/২৯৯৭; আবুদাউদ হা/১১৫৩; যদিও তাহকীক মিশকাতে (হা/১৪৪৩; বৈরূত : ৩য় সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ও মিশকাতের সর্বশেষ তাহকীকে তিনি 'যঈফ' বলেছেন (হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত; দাম্মাম, সঊদী আরব, ১ম প্রকাশ ১৪২২ হি./২০০১ খৃ.) হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ.।

রাক‘আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক‘আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক‘আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে’।[১৬৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মারফূ হাদীছ নেই। এব্যাপারে কয়েকজন ছাহাবীর আমল বা ‘আছার’ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে স্পষ্টভাবে ছয় তাকবীরের কথা নেই। এরপরেও সেগুলি সবই ‘যঈফ’। যেমন আবু মূসা আশ‘আরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বর্ণিত ‘আছার’, যেখানে ‘জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর’ বলা হয়েছে।[১৬৭] অনুরূপভাবে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে ৫+৪ মোট ৯ তাকবীরের একটি ‘আছার’ মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক *(হা/৫৬৮৫)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬)* এবং ইবনু আব্বাস ও মুগীরা বিন শো‘বাহ (রাঃ) হ’তে নয় তাকবীরের আরেকটি ‘আছার’ মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৯)* বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলিই ‘যঈফ’।[১৬৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ‘আছার’টি তাঁর নিজস্ব উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই ‘যঈফ’ বলেছেন।[১৬৯] সুতরাং ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

وَهَذَا رَأْىٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ–

---

১৬৬. ইবনু হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.), মুহাল্লা (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি) ৫/৮৪ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ৫৪৩।

১৬৭. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩ হাদীছ যঈফ-আলবানী; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ.; মির‘আত ৫/৪৬, ৫০-৫১ পৃ.।

১৬৮. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ‘ঈদায়নের তাকবীর’ অনুচ্ছেদ ৫/৮৬-৮৭ পৃ.; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৭৪৬-৪৭, (বোম্বাই : ১৯৭৯), ২/১৭২-৭৩ পৃ.।

১৬৯. বায়হাক্বী ৩/২৯০, হা/৬৩৯১; নায়েল ৪/২৫৪, ২৫৬; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫০-৫১ পৃ.।

'এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের পক্ষ হ'তে তাঁর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মারফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর), তার উপরে আমল করাই উত্তম'। আল্লাহ তাওফীক দান করুন![১৭০]

সবচেয়ে উত্তম : ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, সবচেয়ে উত্তম হ'ল প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া। কারণ এর উপরে এসেছে অনেকগুলি মরফূ হাদীছ, যার কতকগুলি 'ছহীহ' ও কতকগুলি 'হাসান'। বাকীগুলি 'যঈফ' হ'লেও এদের সমর্থনকারী। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ৭ ও ৫ বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন 'আমর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, জাবের, আয়েশা, আবু ওয়াক্বিদ, আমর বিন 'আওফ প্রমুখ ছাহাবীগণ থেকে। কিন্তু কোন শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া এর উপরে আমল করেছেন চার খলীফা সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ *(মির'আত ৫/৫৩)*।

ঐক্যের পথ : অতএব ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ মরফূ হাদীছের উপরে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত সুন্নাতের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানগণ অন্ততঃ বছরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারতেন। কিন্তু দ্বীনের দোহাই দিয়েই আমরা দ্বীনদার মুসলমানদের বিভক্ত করে রেখেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না?

এক্ষণে উক্ত বারো তাকবীর 'তাকবীরে তাহরীমা' সহ, নাকি ওটা বাদে, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ সাত তাকবীর বলেন।[১৭১]

---

১৭০. বায়হাক্বী ৩/২৯১, হা/৬৪০৬; মির'আত ৫/৫১ পৃ.।
১৭১. মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৫/৪৬ পৃ.।

(১) এ বিষয়ে বুলূগুল মারামের ভাষ্যকার ছাহেবে সুবুলুস সালাম বলেন,

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَأَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا وَالْأَوْضَحُ أَنَّهَا مِنْ دُونِهَا... وَ قَالَ: اَلْأَوْلَى الْعَمَلُ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَنَّهُ أَشْفَى شَيْئٍ فِى الْبَابِ– 'এটি তাকবীরে তাহরীমা সহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এটি তা ব্যতীত। বরং এটাই অধিকতর স্পষ্ট যে, এটি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত।... তিনি বলেন, সর্বোত্তম হ'ল আমর বিন শু'আইব কর্তৃক তার পিতা, অতঃপর তার দাদা খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছের উপরে আমল করা। এটিই অত্র বিষয়ে সর্বাধিক হৃদয় শীতলকারী বস্তু'।[১৭২]

(২) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أَنْ يَّقْرَأَ دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاحِ عَقِبَ الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ– وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ–

'অন্যান্য ছালাতের ন্যায় তাকবীরে তাহরীমার পরে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ ('ছানা') পাঠের পর তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকূ ব্যতিরেকে সাত তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বওমার তাকবীর বাদে পাঁচ তাকবীর দিবে'।[১৭৩]

(৩) ছাহেবে ফিক্বহুস সুন্নাহ বলেন,

صَلاَةُ الْعِيْدِ رَكْعَتَانِ، يَسُنُّ فِيْهِمَا أَن يُّكَبِّرَ الْمُصَلِّى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ–

'ঈদের ছালাত দু'রাক'আত। এতে সুন্নাত হ'ল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ও ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে

---

১৭২. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ছান'আনী, সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম (কায়রো : দারুর রাইয়ান ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) হা/৪৬১-এর ব্যাখ্যা, ২/১৪১-৪২ পৃ.।
১৭৩. নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন 'ছালাতুল ঈদের বিবরণ' অধ্যায় ২/৭১ পৃ.।

ক্বওমার তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দেওয়া এবং প্রতি তাকবীরে দুই হাত উঠানো’।[১৭৪]

(৪) তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন, وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَعْدُودَةٌ مِنَ السَّبْعِ فِي الْأُولَى بِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيْثِ– ‘যারা তাকবীরে তাহরীমাকে প্রথম রাক‘আতের সাত তাকবীরের মধ্যে গণ্য করেছেন, তারা হাদীছ সমূহের ‘মুত্বলাক্ব’ বা সাধারণ (সাত) শব্দ থেকে দলীল নিয়েছেন’।[১৭৫] অথচ উছূলে হাদীছের নিয়ম অনুযায়ী ‘মুত্বলাক্ব’ বা ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের উপরে বিস্তারিত হাদীছ অগ্রগণ্য। যা দারাকুৎনীতে ১৭১২ ও ১৭১৪ নং হাদীছে আমর ইবনে শু‘আইব তার পিতা ও দাদা হ’তে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দারাকুৎনী ১৭০৪ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে, سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’।

(৫) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, اَلْأَظْهَرُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ أَنَّهَا مِنْ دُوْنِهَا ‘এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’।[১৭৬] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ’ল ফরয। যা সকল ছালাতেই দিতে হয়। আর এগুলি হ’ল অতিরিক্ত বা নফল তাকবীর। যা কেবল ঈদের ছালাতে দিতে হয়।

(৬) তাঁদের আরেকটি দলীল হ’ল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কয়েকটি ‘আছার’, যার বর্ণনাসূত্র ছহীহ হ’লেও তা ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩ মর্মে পরস্পরের বিরোধী।[১৭৭] আলবানী বলেন, তাঁর প্রথম (অর্থাৎ ১২ তাকবীরের) বক্তব্যটিই আমার নিকট সর্বাধিক ছহীহ। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তাঁর নিকট প্রশস্ততা ছিল এবং তিনি সবটিকেই জায়েয মনে করতেন

১৭৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩৯ পৃ.।
১৭৫. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৫৩৪-এর ব্যাখ্যা, ৩/৮৩ পৃ.।
১৭৬. মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৮ পৃ.; ঐ, ৫/৪৬ পৃ.।
১৭৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর আলোচনা, ৩/১১১ পৃ.; জাওহারুন নাক্বী শরহ সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী ৩/২৮৭-৮৮ পৃ.।

(ইরওয়া ৩/১১২)। অতএব একজন ছাহাবীর পরস্পর বিরোধী আমলের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ছহীহ মারফূ‘ হাদীছ নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। তাছাড়া এটা স্পষ্ট যে, আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর আব্বাসীয় খলীফাগণ সকলে **১২** তাকবীরের উপরে আমল করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিয়মিত আমল **১২** তাকবীরের উপরেই ছিল।[১৭৮]

(৭) শায়েখ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ‘ঈদায়নের সাথে খাছ অতিরিক্ত তাকবীর’ হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৭৯] এতএব সাময়িক অতিরিক্ত তাকবীর কখনো নিয়মিত ফরয তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে ছালাত-এর সাথে যুক্ত হ’তে পারে না।

(৮) কূফার গবর্ণর সাঈদ ইবনুল ‘আছ হযরত আবু মূসা আশ‘আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন, সেকথা জিজ্ঞেস করেন।[১৮০] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি, যা সকল ছালাতেই ফরয। বরং ‘অতিরিক্ত তাকবীর’ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এগুলি কিভাবে দিতে হবে সেটা জানার জন্য।

(৯) উক্ত তাকবীরগুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। কেননা হাদীছে উক্ত তাকবীরগুলিকে স্পষ্টভাবেই قَبْلَ الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ ‘ক্বিরাআতের পূর্বে’ বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৫৩৬)*। এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীরে তাহরীমার পরে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন ও তখন ‘ছানা’ (দো‘আয়ে ইস্তেফতাহ) পাঠ করতেন।[১৮১] অতএব ‘ছানা’ পড়ার পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিলে ফরয তাকবীরে তাহরীমা থেকে এগুলিকে পৃথক করা সহজ হয়।

---

১৭৮. বায়হাক্বী হা/৬৪০১-০২, ৩/২৮৮-৮৯ পৃ.।
১৭৯. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪০-এর আলোচনা, ৩/১১৩ পৃ.।
১৮০. كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩।
১৮১. বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮; মিশকাত হা/৮১২।

ঈদায়নের অন্যান্য মাসায়েল (مسائل أخري للعيدين)

(১) মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি, ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৮২] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ব্রেলভী হানাফীদের শিরকী আক্বীদা মতে এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় ঈদ। তাদের ধারণায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী! তিনি মৃত্যুর পরেও কবরে থেকে নিজের হাতের তালুর ন্যায় দুনিয়ার সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী চক্কর দেন। তিনি বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন ও আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন। সেকারণ এরা মীলাদের মাহফিলে রাসূলের আগমন কল্পনা করে উঠে কিয়াম করেন অর্থাৎ দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। তাদের মতে তাঁর জন্মটাই হ'ল বিশ্ববাসীর জন্য বড় খুশীর ঈদ। সেজন্য এরা এদিন খুশীতে জশনে জুলূস করেন। এমনকি তাদের কোন কোন মসজিদে আযানের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা হয়। কোন কোন মসজিদে ফজরের ছালাতের পর সকলে বসে মাইকে সাধ্যমত উচ্চস্বরে দরূদ পড়েন। বস্তুতঃ সবই ভিত্তিহীন কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়।

(২) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ এবং আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন **১১, ১২** ও **১৩ই** যিলহজ্জ খানা-পিনার দিন।[১৮৩] অতএব এ তিনদিনও ছিয়াম নিষিদ্ধ।

(৩) ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করলে সম্ভব হ'লে প্রথমে তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এটি মসজিদের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত, ঈদের ছালাতের সাথে নয়।[১৮৪]

(৪) ঈদের দিন পরস্পরে কুশল বিনিময়, খানাপিনা ও নির্দোষ খেলাধুলা : ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন

---

১৮২. আবুদাউদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯, রাবী আনাস (রাঃ)।

১৮৩. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮ (১৪১); মিশকাত হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।

১৮৪. আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১৮, ২১/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪১৭; বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।

'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম' (অর্থ : আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[১৮৫] অতএব 'ঈদ মোবারক' বললেও সাথে সাথে উপরোক্ত দো'আটি পড়া উচিত। ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিনদিন পরস্পরের বাড়ীতে খানাপিনা এবং নির্দোষ খেলাধুলা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করা যাবে।[১৮৬] তবে ইসলামের নামে কোন বিদ'আতী অনুষ্ঠান এবং শিরকী কবিতা ও গান-গযল চলবেনা। লালনগীতি ও মারেফতী গানের তো প্রশ্নই আসেনা। এমনকি নজরুল গীতির মধ্যেও শিরকী শব্দগুলি বাদ দিতে হবে।

উভয় ঈদের সরকারী ছুটি কমপক্ষে ছয়দিন করে থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, ঈদের খুশীতে গান-বাজনা, পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও-সিডি প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা এবং খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

(৫) ঈদায়নের ক্বাযা : 'যদি কেউ প্রথমে চাঁদ দেখতে না পেয়ে ছিয়াম রাখে ও পরে দিনের শেষে জানতে পারে, তখন সে ব্যক্তি ছিয়াম ভঙ্গ করবে ও পরের দিন সকালে ঈদের ক্বাযা আদায় করবে'।[১৮৭] অনুরূপভাবে অন্য কোন বাধ্যগত কারণে কেউ ঈদের দিন ছালাত আদায়ে ব্যর্থ হ'লে পরের দিন সকালে ক্বাযা আদায় করবে'।[১৮৮]

ইব্রাহীমী চেতনা বনাম প্রচলিত চেতনা

হযরত ইব্রাহীম *('আলাইহিস সালাম)*-এর যুগে দু'ধরনের মানুষ ছিল। তারকাপূজারী ও মূর্তিপূজারী। তারকা অথবা মূর্তির অসীলায় মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করত এবং এসব অসীলাকে খুশী করার জন্য কুরবানী করত। এর প্রতিবাদ স্বরূপ ইব্রাহীম (আঃ) সরাসরি আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁরই হুকুমে স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে কুরবানী দেন। পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুমে দুম্বা কুরবানী হয় *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)* এবং তা পরবর্তীদের জন্য নিয়ম হিসাবে চালু হয়।

---

১৮৫. বায়হাক্বী হা/৬৫২২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৫৩; আল-মুগনী ২/২৫৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫ পৃ.; ঐ, ১/২৪২ পৃ.।

১৮৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২ পৃ.; ঐ, ১/২৪১ পৃ.।

১৮৭. আহমাদ হা/২০৬০৩; আবুদাঊদ হা/১১৫৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৫০; ইরওয়া হা/৬৩৪, ৩/১০২ পৃ.।

১৮৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৫০-৫১ পৃ.।

Contents

ইতিপূর্বে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় মূর্তিপূজারী কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ- وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ- قَالُوا ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ- فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ-

'তোমরা তোমাদের হাতে গড়া মূর্তির পূজা করছ?' *(৯৫)* 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(৯৬)*। 'তারা (পরামর্শ সভায়) বলল, এর জন্য একটা উঁচু চার দেওয়াল নির্মাণ কর। অতঃপর তার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ওকে নিক্ষেপ কর' *(৯৭)*। 'এর মাধ্যমে তারা (ইব্রাহীমকে ধ্বংসের) মহা চক্রান্তের সংকল্প করল। অতঃপর আমরা তাদের ব্যর্থ করে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৮)*।

পরবর্তীকালে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসারীরা তাওহীদের মর্ম ভুলে যায় এবং আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের ধারণা মতে বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার আশায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। অতঃপর এইসব অসীলাকে খুশী করার জন্য কুরবানী করতে থাকে। এভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে কা'বাগৃহ ৩৬০টি মূর্তিতে ভরে যায়। যার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) আজীবন সংগ্রাম করেন এবং কা'বা সহ সমগ্র আরব জাহানকে শিরকমুক্ত করেন। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতগণ জাহেলী আরবের মুশরিকদের ন্যায় আজ বিভিন্ন কবর ও স্থান পূজায় লিপ্ত হয়েছে। পীরের দরগায় গিয়ে গরু-খাসি-মুরগী কুরবানী দিচ্ছে। অন্যদিকে রাজনীতির নামে একদল মুসলমান নিজেদের হাতে গড়া শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। মৃত ব্যক্তির স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করছে। অথচ সেখানে কোন লাশও নেই কবরও নেই।

এ দৃশ্য ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগের শিরক-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবিত মানুষ ক্ষুধায় মরে। অথচ মৃতের কবরে মানুষ লাখ টাকা ঢালে, যার কিছুরই প্রয়োজন নেই। সেখানে গিয়ে কাঁদে, যার কোনই ক্ষমতা নেই। সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। যে দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না, অনুভবও করে না। এর চাইতে বড় মূর্খতা আর কী হ'তে পারে? জাহেলী

যুগের লোকেরা চূড়ান্ত বিপদে শিরক ভুলে কেবল আল্লাহকে ডাকত। এ যুগের লোকেরা আনন্দে ও বিপদে সর্বাবস্থায় কবরে মানত করে। তারা খুশীতে দান করে আর বলে, বাবা খুশী হয়েছেন। আর বিপদে কবরে দান করার সময় বলে, বাবা নাখোশ হয়েছেন। এর পরেও তারা নিজেদেরকে পাক্কা মুসলিম দাবী করে। ঠিক মূর্তিপূজারী কুরায়েশরা যেভাবে নিজেদেরকে 'হুম্‌স' বা কঠোর ধার্মিক বলে দাবী করত।

মূর্তিপূজারীদের পর তারকাপূজারীদের উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম (আঃ) চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজির উদয়াস্ত দেখিয়ে বলেন, আমি অস্তগামীদের ভালবাসিনা। ...আমি আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই *(আন'আম ৬/৭৫-৭৯)*। অতঃপর সম্রাট নমরূদের দরবারে সরাসরি বিতর্কে তিনি বলেন, رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ- 'আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তখন সে বলল, আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি ওটাকে পশ্চিম থেকে উদিত কর। একথায় কাফের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। পরাজিত সম্রাট এতে অহংকারে স্ফীত হন এবং ইব্রাহীমকে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। সেখানেও তার লোকেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলে, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوآ آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ- 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। কিন্তু আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে বলেন, حَسْبِىَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ। আর তিনি কতইনা সুন্দর কর্মবিধায়ক!' *(বুখারী হা/৪৫৬৪)*। সাথে সাথে আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দিলেন, قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلاَمًا

–عَلَى إِبْرَاهِيمَ ‘আমরা বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও’ *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। ফলে ইব্রাহীম মুক্তি পেয়ে আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন। আল্লাহ বলেন, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ– ‘তারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৭০)*।

ইব্রাহীমের উক্ত তাওহীদী চেতনা পরবর্তীতে তার সন্তানেরা হারিয়ে ফেলে এবং অনেকে তারকা পূজায় লিপ্ত হয়। যেমন কুরায়েশদের অনেকে বৃষ্টি হ’লে বলত, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ‘অমুক অমুক তারকার কারণে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি’ *(মুসলিম হা/৭১; মিশকাত হা/৪৫৯৬)*।

জানা আবশ্যক যে, ঈদুল আযহার কুরবানীর আনন্দ মূলতঃ শিরক মুক্তির আনন্দ। তাওহীদের ঝাণ্ডাকে আপোষহীনভাবে উন্নীত করার আনন্দ। সবকিছু ছেড়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণের আনন্দ। সর্বোপরি সকল শুভকাজে তাঁর উপর ভরসা করে হৃদয়ে নিশ্চিত প্রশান্তি লাভের আনন্দ। বস্তুতঃ এ অনাবিল প্রশান্তি কেবল নিখাদ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমানই পায়। অন্য কেউ নয়।

যে তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইব্রাহীম তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন কুরবানীকে স্রেফ গোশতখুরীর উৎসবে পরিণত করেছি। এই চেতনা ইব্রাহীমী চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই অনতিবিলম্বে শিরকী চেতনা হ’তে তওবা করে তাওহীদী চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য। নইলে কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য ‘তাক্বওয়া’ বা একনিষ্ঠ আল্লাহভীতি কখনোই অর্জিত হবে না। আর প্রকৃত আল্লাহভীতিই জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। ইব্রাহীমী ঈমান যদি আবার ফিরে আসে, তবে আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে পুনরায় মানবতার বিজয় নিশান উড্ডীন হবে। আল্লাহ্‌র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

আজ ভী হো জো ইব্রাহীম কা ঈমাঁ পয়দা
আ-গ কার সেকতী হায় আন্দা-যে গুলিস্তাঁ পয়দা।

‘আজ যদি ফের হয় ইব্রাহীমের ঈমান পয়দা
অগ্নি মাঝে ফের হ’তে পারে ফুলবাগিচা পয়দা’।

-ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.), জওয়াবে শেকওয়াহ।

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহ্র নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন ॥

কাজী নজরুল ইসলাম-এর ‘কুরবানী’ কবিতা হ’তে।

আক্বীক্বা (العقيقة) অধ্যায়

সংজ্ঞা :

شَعْرُ الْمَوْلُوْدِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ اَوِ الذَّبِيْحَةُ الَّتِى تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سُــبُوْعِهِ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ-

'নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবহকৃত বকরীকে আক্বীক্বা বলা হয়' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*।

আযান ও এক্বামত : নবজাতকের জন্মের পরপরই তার ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছ 'মওযূ' বা জাল।[১৮৯] 'কেবল আযান দেওয়া' সম্পর্কিত হাদীছটি শায়েখ আলবানী (রহঃ) ইতিপূর্বে 'হাসান'[১৯০] বললেও পরবর্তীতে 'যঈফ' বলেছেন।[১৯১] অপর মুহাক্কিক শু'আইব আরনাঊত্বও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১৯২] অতএব এটি আমলযোগ্য নয়।

তাহনীক :

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর হাদীছপন্থী কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে শিশুর 'তাহনীক' করানো ও শিশুর জন্য দো'আ করানো ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা করতেন।[১৯৩] 'তাহনীক' অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। হিজরতের পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে 'তাহনীক' করেছিলেন। এভাবে তিনিই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবান শিশু যার পেটে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা প্রবেশ করে। পরবর্তী জীবনে তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

১৮৯. মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৬৭৮০; যঈফাহ হা/৩২১; ইরওয়া হা/১১৭৪।
১৯০. আবুদাঊদ হা/৫১০৫; মিশকাত হা/৪১৫৭; ইরওয়া হা/১১৭৩।
১৯১. যঈফাহ হা/৬১২১; হেদায়াতুর রুওয়াত শরহ মিশকাত হা/৪০৮৫, ৪/১৩৮ পৃ.।
১৯২. আহমাদ হা/২৭২৩০, তাহকীক : শু'আইব আরনাঊত্ব; দ্র. আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২৪২।
১৯৩. বুখারী হা/৫৪৬৯; মুসলিম হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৪১৫১ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।

৬৪ হিজরীতে খলীফা হওয়ার পর তিনিই প্রথম কুরায়েশদের তৈরী কা‘বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর আকাংখা মতে নতুনভাবে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ৭৩ হিজরীতে তিনি শহীদ হওয়ার পর উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি.) উক্ত গৃহ ভেঙ্গে পুনরায় জাহেলী যুগের মত করেই নির্মাণ করেন। যা আজও রয়েছে। আনছারগণ তাদের নবজাতক সন্তানদের রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এনে ‘তাহনীক’ করাতেন। আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তিনি তা চিবিয়ে বাচ্চার গালে দেন ও নাম রাখেন ‘আব্দুল্লাহ’।[১৯৪] ‘তাহনীক’ করার পর শিশুর কল্যাণের জন্য দো‘আ করবেন, *‘বা-রাকাল্লা-হু ‘আলায়েক’* ‘আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন’।[১৯৫]

আক্বীক্বার প্রচলন :

(১) হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারও সন্তান ভূমিষ্ট হ’লে তার পক্ষ হ’তে একটা বকরী যবহ করা হ’ত এবং তার রক্ত শিশুর মাথায় মাখিয়ে দেওয়া হ’ত। অতঃপর ‘ইসলাম’ আসার পর আমরা শিশু জন্মের সপ্তম দিনে বকরী যবহ করি এবং শিশুর মাথা মুণ্ডন করে সেখানে ‘যাফরান’ মাখিয়ে দেই’ *(আবুদাঊদ হা/২৮৪৩)*। রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐদিন আমরা শিশুর নাম রাখি’।[১৯৬]

(২) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, হাসান-এর আক্বীক্বার দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা ফাতেমাকে বলেন, হাসানের মাথার চুলের ওযনে রূপা ছাদাক্বা কর। তখন আমরা তা ওযন করি, যা এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা তার কিছু কম হয়’।[১৯৭]

উল্লেখ্য যে, ‘চুলের ওযনে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দেওয়ার ও সপ্তম দিনে খাৎনা দেওয়ার’ বিষয়ে বায়হাক্বী ও ত্বাবারাণী বর্ণিত হাদীছ ‘যঈফ’ *(ইরওয়া ৪/৩৮৫ পৃ.)*।

---

১৯৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৫৯০ পৃ.।
১৯৫. মিরক্বাত হা/৪১৫০-এর আলোচনা (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৮/১৫৫ পৃ.।
১৯৬. আবুদাঊদ হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৪১৫৮ ‘যবহ ও শিকার’ অধ্যায়, ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ।
১৯৭. তিরমিযী হা/১৫১৯; মিশকাত হা/৪১৫৪; ইরওয়া হা/১১৬৪-এর আলোচনা ৪/৩৮৩ পৃ.।

হুকুম :

আক্বীক্বা করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যদিও পিতা দরিদ্র হন। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম আক্বীক্বা করেছেন। আক্বীক্বার হুকুম কুরবানীর হুকুমের ন্যায়। তবে আক্বীক্বার পশুতে শরীক হওয়া জায়েয নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ২/৩২ পৃ.)*।

হাসান বাছরী, লাইছ বিন সা'দ, দাঊদ যাহেরী প্রমুখ বিদ্বানগণ একে 'ওয়াজিব' বলেন। শাফেঈগণ একে 'সুন্নাত' বলেন। কিন্তু আহলুর রায় (হানাফী) গণ একে 'মুবাহ' বলেন। করলে দোষ নেই, না করলে গোনাহ নেই। এটি তাদের কাছে ইচ্ছাধীন বিষয়। কেননা এটি জাহেলী যুগের প্রথা। যা প্রথম যুগের মুসলিমরা অনুসরণ করতেন। পরে কুরবানীর মাধ্যমে এটির হুকুম রহিত হয়।[১৯৮]

নিঃসন্দেহে এটি প্রাক-ইসলামী যুগে চালু ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও ধরন ছিল পৃথক। ইসলাম আসার পর আক্বীক্বার রেওয়াজ ঠিক রাখা হয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও ধরনে পরিবর্তন হয়। জাহেলী যুগে আশূরার ছিয়াম চালু ছিল। ইসলামী যুগেও তা অব্যাহত রাখা হয় এবং রাসূল (ছাঃ) নিজে তাঁর নাতিদের আক্বীক্বা করেন। বিদ্বানগণের প্রায় সবাই একে সুন্নাত বলেছেন। অতএব জাহেলী যুগে আক্বীক্বা ছিল বিধায় ইসলামী যুগে সেটা করা যাবে না, এমন যুক্তি অচল।

গুরুত্ব :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ– 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও (অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও)।[১৯৯]

(২) তিনি বলেন, كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ أَوْ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ– 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে।

১৯৮. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৫৮৬; আলাউদ্দীন কাসানী হানাফী (মৃ. ৫৮৭ হি.), বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ৫/৬৯ পৃ.; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ.।

১৯৯. বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।

অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়'।[২০০]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে'-একথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তা'হলে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না'। কেউ বলেছেন, আক্বীক্বা যে অবশ্য করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয়, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' (رَهِيْنَةٌ বা مُرْتَهَنٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট সে দায়বদ্ধ থাকে'।[২০১] ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এর অর্থ এটা হ'তে পারে যে, আক্বীক্বা বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না হয়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না। সন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ নে'মত।[২০২] অতএব এজন্য শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

আক্বীক্বার মাসায়েল (مسائل العقيقة) :

(১) পিতার সম্মতিক্রমে অথবা তাঁর অবর্তমানে দাদা, চাচা, নানা, মামু যেকোন অভিভাবক আক্বীক্বা দিতে পারেন। হাসান ও হোসায়েন-এর পক্ষে তাদের নানা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আক্বীক্বা করেছিলেন।[২০৩] রাসূল (ছাঃ)-এর আক্বীক্বা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব করেছিলেন। আব্দুল মুত্ত্বালিবের পিতা হাশেমের অবর্তমানে মদীনায় তাঁর মা তাঁর নাম রাখেন।[২০৪]

(২) সাত দিনে আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৮)*। সাত দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে যে হাদীছ এসেছে, তা 'যঈফ' *(ইরওয়া হা/১১৭০, ৪/৩৯৫ পৃ.)*।

(৩) বিশেষ ওযর বশতঃ সপ্তম দিনের পূর্বে বা পরে আক্বীক্বা দেওয়া যাবে।[২০৫]

---

২০০. আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; নাসাঈ হা/৪২২০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪১৫৩; ইরওয়া হা/১১৬৫, ৪/৩৮৫ পৃ.।
২০১. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।
২০২. মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ হা/৪১৫৩-এর ব্যাখ্যা।
২০৩. আবুদাঊদ হা/২৮৪১; নাসাঈ হা/৪২১৯; মিশকাত হা/৪১৫৫।
২০৪. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬১-৬২, ৬৪ পৃ.।
২০৫. নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৯।

(৪) শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক (لِلْإِخْتِيَـــارِ لاَ لِلتَّعْيِـــيْنِ)। ইমাম শাফেঈ বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না। যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়, এমনকি সন্তান বালেগ হয়ে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে তার অভিভাবকের আক্বীক্বার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবে।[২০৬]

(৫) জন্মের পর শিশু কাঁদলে তার নাম রাখা ও আক্বীক্বা করা কর্তব্য।[২০৭]

(৬) সামর্থ্য না থাকার কারণে যদি পিতা আক্বীক্বা দিতে অক্ষম হন, তবে তার উপর কোন দোষ নেই।[২০৮]

(৭) কারু যদি শৈশবে আক্বীক্বা না হয়ে থাকে, তাহ'লে তিনি বড় হয়ে নিজের আক্বীক্বা নিজে দিতে পারবেন।[২০৯]

খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমি জানতাম যে, আমার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতাম *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮)*। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন যে, যদি তোমার আক্বীক্বা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হও।[২১০]

(৮) নামের শেষে আলী, হাসান, হোসাইন ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখা যাবে। উক্ত সবগুলি নামই সুন্দর অর্থ বহন করে। সুতরাং তা রাখায় কোন দোষ নেই।[২১১] তবে শী'আদের আক্বীদা অনুযায়ী রোগমুক্তি ও বিশেষ ফযীলতের আশায় এগুলি রাখা হ'লে তা শিরক হবে। কেননা শী'আরা বলে থাকে,

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةْ + الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةْ

---

২০৬. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ.।
২০৭. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ক্রমিক ১৫২৮, ১১/৪৪৭ পৃ.।
২০৮. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৪, ২৫/২২২ পৃ.।
২০৯. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৩, ২৫/২২২ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২৬৫-৬৬ পৃ.।
২১০. ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৬/২৪০ পৃ.; আলবানী, ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, সনদ হাসান।
২১১. আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ১৮/৫ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর **৩৩/১৯৩**।

'আমার জন্য রয়েছেন পাঁচজন, যাদের মাধ্যমে আমি দুরা ব্যাধির ধ্বংসকারী উত্তাপ নিভিয়ে দেই। তারা হ'লেন, মুছতফা, মুরতাযা, তাঁর দুই পুত্র (হাসান-হোসায়েন) ও ফাতেমা'। এগুলি শিরকে আকবর। একইরূপ শিরকের আরেকটি নমুনা সুন্নীদের মধ্যে দেখুন।-

'হাকীমুল উম্মত' বলে পরিচিত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.)-এর জন্ম সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। যেমন তাঁর পিতার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকত না। তাতে তাঁর নানী খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এবং তিনি বিষয়টি হাফেয গোলাম মুরতযা পানিপথীর খেদমতে পেশ করেন। যিনি ছিলেন একজন মাজযূব। তিনি বললেন, 'ওমর ও আলীর টানটানিতেই পুত্র সন্তানগুলি মারা যাচ্ছে। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে হযরত আলীর সোপর্দ করে দিয়ো। ইনশাআল্লাহ জীবিত থাকবে'। মাওলানার মা বললেন, হাফেয ছাহেবের কথার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এটাই যে, ছেলের পিতৃকুল ওমর (রাঃ)-এর বংশধর এবং আমার পিতৃকুল আলী (রাঃ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হচ্ছিল পিতা মুনশী আব্দুল হক-এর অনুকরণে শেষে 'হক' যোগ করে। যেমন আব্দুল হক, ফযলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে আমার আদিপুরুষ হযরত আলীর নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করব'।

একথা শুনে খুশী হয়ে উক্ত হাফেয ছাহেব বললেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এবার ওর মায়ের গর্ভে দু'টি পুত্র সন্তান হবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ে বেঁচে থাকবে এবং ভাগ্যবান হবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলী এবং অপর জনের নাম রাখবে আকবর আলী। একজন হবে আমার অনুসারী। সে হবে আলেম ও হাফেয। অপরজন হবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ পরে সেটাই হয়েছিল'।

বইটির অনুবাদক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৭ খৃ.) বলেন, আল্লাহ পাক এক বুযুর্গের দ্বারা হযরত থানভী মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁর নাম রাখিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!।[২১২]

---

২১২. বেহেশ্‌তী জেওর (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.) ১/১-২ পৃ.।

উপরোক্ত ঘটনাটি মাওলানা থানভী নিজেই তার জীবনীতে বর্ণনা করেছেন।[২১৩] এতে বুঝা যায় যে, তার নিজেরও আক্বীদা এটাই ছিল। তারা পিতার ফারূকী খান্দানকে অশুভ মনে করে মায়ের আলুভী খান্দানকে শুভ মনে করেছিলেন। আর সেজন্য আশরাফ আলী ও আকবর আলী নাম রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে এগুলি শিরকী আক্বীদা এবং রাফেযী শী'আদের অনুকরণ। যারা হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফাকে কাফের মনে করে। অথচ ভারত ও বাংলাদেশের এইসব স্বনামধন্য আলেমদের মাধ্যমেই এগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। সচেতন ঈমানদারগণকে এসব আক্বীদা থেকে অবশ্যই তওবা করতে হবে।

(৯) নাম পরিবর্তন করলে নতুনভাবে আক্বীক্বা দিতে হবেনা। রাসূল (ছাঃ) বহু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[২১৪] যেমন ওমর (রাঃ)-এর বোন 'আছিয়াহ' (عَاصِـــيَةٌ) নাম পরিবর্তন করে তিনি 'জামীলা' (جَمِيْلَـــةٌ) রেখেছিলেন। কিন্তু আক্বীক্বা করতে বলেননি।[২১৫]

(১০) পরিচিত বা অপরিচিত যেকোন জারজ সন্তান পালন করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারিণী গামেদী মহিলার জারজ সন্তানকে জনৈক ছাহাবীর হাতে দিয়ে তাকে লালন-পালনের নির্দেশ দেন।[২১৬] কারণ জারজ হওয়ার জন্য সন্তান দায়ী নয়। অতএব তাকে লালন-পালনের জন্য অবশ্যই ছওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে অবশ্যই আমরা তাদের মন্দকর্মগুলি মিটিয়ে দেব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।[২১৭]

(১১) আক্বীক্বার সময় নবজাতকের নাম, উপনাম ও লকব একত্রে রাখা যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম পুত্রের নাম ছিল ক্বাসেম। সে হিসাবে

---

২১৩. হাকীম আশরাফ সিন্ধু, নাতায়েজুত তাক্বলীদ (লাহোর : ১৩৬৪ হি./১৯৪৩ খৃ.) ৪০-৪৫ পৃ.; গৃহীত : আশরাফুস সাওয়ানেহ, ১ম সংস্করণ ১/১৭ পৃ.।

২১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়, 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ।

২১৫. মুসলিম হা/১২৩৯; মিশকাত হা/৪৭৫৮; আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৫, ১৮/১০ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৬/৩৬৬।

২১৬. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।

২১৭. আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ১৮/৫ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১৯৬।

তাঁর উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ-র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের।[২১৮]

আক্বীক্বার পশু :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছাগ হৌক বা ছাগী হৌক, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি আক্বীক্বা দিতে হয়'।[২১৯] পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি দেওয়াই উত্তম। তবে একটা দিলেও চলবে।[২২০] ছাগল দু'টিই কুরবানীর পশুর ন্যায় 'মুসিন্নাহ' অর্থাৎ দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁতওয়ালা হ'তে হবে এবং কাছাকাছি সমান স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে হবে। এমন নয় যে, একটি মুসিন্নাহ হবে, অন্যটি মুসিন্নাহ নয়।[২২১] একটি খাসী ও অন্যটি বকরী হওয়ায় কোন দোষ নেই।

(২) ত্বাবারাণীতে উট, গরু বা ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে যে হাদীছ এসেছে, তা 'মওযূ' অর্থাৎ জাল।[২২২] তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল নেই।

(৩) আক্বীক্বার পশু হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে তার বদলে আরেকটি পশু খরীদ করবে ও আক্বীক্বা দিবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩)*।[২২৩] সেটি যবেহ করার পর যদি আগেরটি পাওয়া যায়, তবে সেটি যবেহ করা যরূরী নয়। এটি কুরবানীর পশুর বিপরীত। কেননা কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে তার পরিবর্তে অন্য পশু যবেহ করা আবশ্যিক নয় *(মির'আত ৫/১১৯)*।

আক্বীক্বার দো'আ :

আল্লা-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর। এ সময় *'ফুলান'*-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে।[২২৪] মনে মনে

---

২১৮. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ, ৭৮ পৃ.।

২১৯. আবুদাঊদ হা/২৮৩৪, ২৮৪২; নাসাঈ হা/৪২১৬; তিরমিযী হা/১৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৩; মিশকাত হা/৪১৫২, ৪১৫৬; ইরওয়া হা/১১৬৬।

২২০. আবুদাঊদ হা/২৮৪১; নাসাঈ হা/৪২১৯; মিশকাত হা/৪১৫৫; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬২, ২৬৪ পৃ.।

২২১. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬২, ৫/১৫৮ পৃ.; আওনুল মা'বূদ হা/২৮১৭, ২৮৩৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২২. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃ.।

২২৩. আত-তাহরীক, মে ২০০৯, ১২/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৬/২৮৬।

২২৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪২৭১, ২৪৭৫৪; আবু ইয়া'লা হা/৪৫২১; বায়হাক্বী হা/১৯৭৭২, ৯/৩০৩ পৃ.; নায়েল ৬/২৬২, ৫/১৫৮ পৃ.।

নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল *‘বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর’* বললেও চলবে।

শিশুর নামকরণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হ’ল ‘আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান’।[২২৫]

অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ‘আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা আবশ্যক। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে অবশ্যই সচেতন ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই নাম রাখা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ফজরের পরে সবাইকে বলেন, গত রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমি তাকে আমার পিতার নামানুসারে ‘ইব্রাহীম’ নাম রেখেছি’।[২২৬] এভাবে তিনি আবু ত্বালহার পুত্র আব্দুল্লাহ ও আসওয়াদপুত্র মুনযির-এর নাম তাদের জন্মের পরেই রেখেছিলেন’।[২২৭] তবে আক্বীক্বা সপ্তম দিনেই হবে।

নামকরণ বিষয়ে জ্ঞাতব্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[২২৮] এমনকি কোন গ্রাম বা মহল্লার অপসন্দনীয় নামও তিনি পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন চলার পথে একটি গ্রামের নাম তিনি শুনেন ‘ওফরাহ’ (عُفْرَةٌ) অর্থ ‘ধূসর মাটি’। তিনি সেটা পরিবর্তন করে রাখেন ‘খুযরাহ’ (خُضْرَةٌ) অর্থ ‘সবুজ-

২২৫. মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘নামসমূহ’ অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৭৬, ৪/৪০৬ পৃ.।

২২৬. মুসলিম হা/২৩১৫ ‘ফাযায়েল’ অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/৩১২৬।

২২৭. মুগনী ১১/১২৫ পৃ.; আওনুল মা‘বূদ হা/২৮২১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; বুখারী হা/৬১৯১; মুসলিম হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৪৭৫৯ ‘নামসমূহ’ অনুচ্ছেদ।

২২৮. তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭-২০৮।

শ্যামল’।[২২৯] তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তির নাম অপসন্দনীয় মনে হ’লে তিনি তা পাল্টে দিয়ে ভাল নাম রেখে দিতেন।[২৩০]

‘আল্লাহ্‌র দাস’ বা ‘করুণাময়ের দাস’ একথাটা যেন সন্তানের মনে সর্বাবস্থায় জাগরুক থাকে, সেজন্যই ‘আব্দুল্লাহ’ ও ‘আব্দুর রহমান’ নাম দু’টিকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। অতএব আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামের সাথে ‘আব্‌দ’ সংযোগে নাম রাখাই উত্তম। এমন নাম রাখা কখনোই উচিত নয়, যা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে সন্তানকে গাফেল করে দেয়। কেননা ভাল ও মন্দ উভয় নামের প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। যেমন ‘হায্‌ন’ (কর্কশ) নামের জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলে তিনি তার নাম পাল্টিয়ে ‘সাহ্‌ল’ (নম্র) রাখেন। কিন্তু লোকটি বলল, আমার বাপের রাখা নাম আমি কখনোই ছাড়ব না। পরবর্তীতে লোকটির পৌত্র খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, দেখা গেছে যে, আমাদের বংশে চিরকাল রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল’।[২৩১]

অনেকে সার্টিফিকেটের দোহাই দিয়ে নিজেদের অপসন্দনীয় নামসমূহ পরিবর্তন করেন না। সারা জীবন ঐ মন্দ নাম বহন করে তারা কবরে চলে যান। অথচ ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার পিতার নামসহ ডাকা হবে। যেমন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী (غَادِرٌ) ব্যক্তিদের ডেকে সেদিন বলা হবে, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ‘এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা’।[২৩২] অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের যখন তাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে, তখন ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অবশ্যই তাদের স্ব স্ব পিতার নামসহ ডাকা হবে, এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ– ‘তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ক্বিয়ামতের দিন ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলি সুন্দর

---

২২৯. ত্বাবারাণী ছাগীর হা/৩৪৯; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৭৬৬; ছহীহাহ হা/২০৮।
২৩০. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৯৩; ছহীহাহ হা/২০৯।
২৩১. বুখারী হা/৬১৯০, ৬১৯৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ১০৭ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৭৮১।
২৩২. বুখারী হা/৬১৭৭ ‘মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে’ অনুচ্ছেদ-৯৯; মুসলিম হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৩৭২৫ ‘নেতৃত্ব ও বিচার’ অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

রাখো'।[২৩৩] আলবানী হাদীছটির সনদ 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু বক্তব্য ছহীহ হাদীছের অনুকূলে।

এক্ষণে পিতার নাম যদি 'পচা' হয়, আর ছেলের নাম যদি 'দুখে' হয়, তাহ'লে হাশরের ময়দানে কোটি মানুষের সামনে 'দুখে ইবনে পচা' 'পক্কু ইবনে ছক্কু' বা 'কালা ইবনে ধলা' 'ট্যাবলেট ইবনে ক্যাপসুল' 'বুলেট ইবনে রাইফেল' কিংবা 'ফেলনা বিনতে পাপ্পু' 'অমি বিনতে ইমন' 'ঊর্মি বিনতে উমং' 'ঐশী বিনতে ঔছন' 'ঈশিতা বিনতে ওশান' বলে ডাকলে বাপ-বেটার বা বাপ-বেটির শুনতে কেমন লাগবে? অতএব মৃত্যুর আগেই অল্প পয়সা খরচ করে একজন উকিলের মাধ্যমে এফিডেভিট করে অনতিবিলম্বে আরবীতে সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা কর্তব্য।

অধিক পরহেযগার, অধিক দানশীল ইত্যাদি অর্থবোধক নাম রাখা আত্মপ্রশংসামূলক নয়। বরং এগুলি পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে সন্তানের জন্য দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তার দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজেতা সেনাপতি খালেদ বিন অলীদকে দো'আ করে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহ্র তরবারি সমূহের অন্যতম 'তরবারি'। অতঃপর আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করেন' *(বুখারী হা/৪২৬২)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে ঐ লকব অর্থাৎ 'সায়ফুল্লাহ' নাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর অভিভাবক রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ্র লকব

---

২৩৩. আহমাদ হা/২১৭৩৯, 'ছিন্নসূত্র' হওয়ার কারণে আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৮, ইবনুল ক্বাইয়িম হাদীছটির সনদ 'জাইয়িদ' বলেছেন *(তুহফাতুল মাওদূদ ১/১৪৮ পৃ.)*; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৮১৮, আরনাঊত্ব বলেন, সকল রাবী বিশ্বস্ত, দাঊদ বিন 'আমর আল-আওদী ব্যতীত; মিশকাত হা/৪৭৬৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ; আলবানী যঈফ বলেছেন, যঈফুল জামে' হা/২০৩৬।

'কবর দেওয়ার পর তোমরা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাইয়েতকে ডেকে বল, হে অমুক মায়ের পুত্র অমুক' মর্মে ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৯৭৯ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। তবে যেসব ব্যক্তি মায়ের পুত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ তাদেরকে মায়ের নামে ডাকা যাবে। যেমন নবীদের মধ্যে ঈসা ইবনু মারিয়াম (আঃ) এবং ছাহাবীগণের মধ্যে ইবনু আফরা (রাঃ)। এছাড়া জারজ সন্তানদের তাদের মায়ের নামে ডাকা যাবে তাদের পিতাদের নাম গোপন করার জন্য। যেমন যিয়াদ বিন উম্মিহী। যিনি পরে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ভাই হিসাবে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান নামে পরিচিত হন *(আওনুল মা'বূদ হা/৪৯৪৮-এর ব্যাখ্যা; আল-মিনহাজ শরহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (১ম সংস্করণ : ১৩৪৭ হি./১৯২৯ খৃ.) ২/৫২ পৃ.)*।

ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো'আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন। তবে তা যেন অহংকার প্রকাশক না হয়।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়া'লা (বিজয়ী), বারাকাহ (সমৃদ্ধিশালী), আফলাহ (কৃতকার্য), ইয়াসির (নরম), নাফে' (উপকারী) প্রভৃতি নাম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চুপ হয়ে যান। অতঃপর তার মৃত্যু হয়, কিন্তু এগুলো থেকে আর নিষেধ করেননি। পরে ওমর (রাঃ) এসব নাম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু করেননি'।[২৩৪] এতে বুঝা যায় যে, এই নামগুলি নিষিদ্ধের পর্যায়ের ছিল না। তবে অপসন্দনীয় ছিল। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরে চুপ হয়ে যান উম্মতের উপরে রহমত স্বরূপ। যাতে ঝগড়া ও ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ না করে। কারণ অধিকাংশ মানুষ ভাল-মন্দ নামের মধ্যে তারতম্য করতে পারে না *(মিরক্বাত ৯/১০৭)*।

বস্তুতঃ নাম রাখার উদ্দেশ্য হ'ল তার ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় তুলে ধরা। অতএব বাংলাদেশ সহ যেকোন অনারব দেশে আরবীতে শিরকমুক্ত ইসলামী নাম রাখাই কর্তব্য।[২৩৫]

নামকরণ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য :

(১) শিরকী নাম সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহমাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম মুরতযা, নূর মুহাম্মাদ, নূর আহমাদ, মাদার বখ্শ, পীর বখ্শ, গওছুল আযম প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত শী'আদের শিরকী আক্বীদা পোষণ করে নামের আগে বা পিছে আলী, হাসান বা হোসায়েন নাম যোগ করা।

(২) আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ 'আব্দ' (দাস) যুক্ত করে রাখতে হবে। যেমন আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম, আব্দুল লতীফ, আব্দুল গাফফার, আব্দুস সাত্তার। এছাড়া কোন পীর-আওলিয়ার নামে আল্লাহ্র ছিফাতী নাম যুক্ত করে সন্তানের নাম রাখা যাবে না। যেমন গাফফার মুঈনুদ্দীন, সাত্তার মুঈনুদ্দীন, রহীম মুঈনুদ্দীন।

---

২৩৪. মুসলিম হা/২১৩৮; মিশকাত হা/৪৭৫৪।
২৩৫. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৬, ১৯/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৪০।

Contents

(২) ফেরেশতাগণের নামে নাম রাখা অপসন্দনীয়। যেমন জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল।

(৩) নবীগণের নামে নাম রাখা অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট জায়েয। তবে এইসব নামের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনার কারণে অনেকে মাকরূহ বলেছেন। যেমন আদম, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা, আবুল বাশার, নবীউল্লাহ, খলীলুল্লাহ, যবীহুল্লাহ, কালীমুল্লাহ, রূহুল্লাহ, মুহাম্মাদ আবুল কাসেম একত্রে রাখা প্রভৃতি।

(৪) কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা নাম রাখা অপসন্দনীয়। যেমন আলিফ-লাম-মীম, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন, হা-মীম, লেতুনযেরা। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু নাম অপসন্দনীয়। যা নিম্নরূপ :

(৫) অহংকার মূলক নাম সমূহ। যেমন খায়রুল বাশার, শাহজাহান, শাহ আলম, শাহানশাহ, আলমগীর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি।

(৬) কুখ্যাত ব্যক্তিদের নাম। যেমন নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, শাদ্দাদ, ক্বারূণ, মনছূর হাল্লাজ, মীরজাফর, তসলিমা নাসরীন, সালমান রুশদী, দাঊদ হায়দার প্রমুখ।

(৭) অর্থহীন নাম। যেমন লায়লুন নাহার (দিনের রাত্রি), ক্বামারুন নাহার (দিনের চাঁদ), আলিফ লায়লা (হাযার রাত) ইত্যাদি। এছাড়াও ঝন্টু, মন্টু, পিন্টু, মিন্টু, হাবলু, ডাবলু, জিবলু, কিসলু, ভ্যাদল, বেল্টু, সেন্টু, শিপলু, ইতি, মিতি, খেন্তী, বিন্তী, মলী, ডলী ইত্যাদি।[২৩৬]

আক্বীক্বার গোশত বণ্টন :

ক) আক্বীক্বার গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একভাগ ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বা দিবে ও একভাগ বাপ-মা ও পরিবার খাবে এবং একভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হাদিয়া হিসাবে বণ্টন করবে।[২৩৭] চামড়া বিক্রি করে তা কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায় ছাদাক্বা করে দিবে।[২৩৮]

---

২৩৬. বিস্তারিত আলোচনা দ্র. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ (দামেশক : মাকতাবা দারুল বায়ান : ১৯৭১ খৃ.), ১১১-১২৮ পৃ.

২৩৭. বায়হাক্বী হা/১৯৭৬৪, ৯/৩০২ পৃ.; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১১৭৫; মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ৭৯০২, ৯/৪৬১।

২৩৮. ইবনে রুশদ কুরতুবী (৫২০-৫৯৫ হি.), বেদায়াতুল মুজতাহিদ (রাবাত্ব, মরক্কো : ১৪১৯ হি.) ১/৪৬৭ পৃ.; আল-মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ৭৮৮১, ৯/৪৫১ পৃ.।

আক্বীক্বার অন্যান্য মাসায়েল :

(ক) আক্বীক্বা একটি ইবাদত। এর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। এ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে উপঢৌকন নেওয়ারও কোন দলীল পাওয়া যায় না।

(খ) আক্বীক্বা ও কুরবানী দু'টি পৃথক ইবাদত। একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি একসাথে করার কোন দলীল নেই।[২৩৯]

(গ) বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না।

(ঘ) আক্বীক্বা ও কুরবানী একই দিনে হ'লে সম্ভব হ'লে দু'টিই করবে। নইলে কেবল আক্বীক্বা করবে। কেননা আক্বীক্বা জীবনে একবার হয় এবং তা সপ্তম দিনেই করতে হয়। কিন্তু কুরবানী প্রতি বছর করা যায়।

(ঙ) শিশু অবস্থায় প্রয়োজন বোধে মেয়েদের কান ফুটানো জায়েয আছে। কেননা জাহেলী যুগে এটা করা হ'ত। কিন্তু ইসলামী যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাতে কোন আপত্তি করেননি। তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা করা মাকরূহ।[২৪০]

শিশুর খাৎনা :

প্রত্যেক মুসলিম শিশুর জন্য খাৎনা করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত (১) খাৎনা করা (২) নাভির নীচের লোম ছাফ করা (৩) গোঁফ ছাটা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম ছাফ করা'।[২৪১]

খাৎনা বিষয়ে জ্ঞাতব্য :

উপরোক্ত হাদীছে খাৎনা করাকে মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত বলা হ'লেও এটি মূলতঃ নবীগণের সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে এটি চিরন্তন মানবীয় সভ্যতার পরিচায়ক। খাৎনা করায় যে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে এবং এর মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে, সে বিষয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ সকলে

---

২৩৯. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫ পৃ.।

২৪০. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৩৪ পৃ.।

২৪১. বুখারী হা/৬২৯৭; মুসলিম হা/২৫৭; মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

একমত। শিশুকালে খাৎনা করার কারণে বয়সকালে ঐ ব্যক্তি অসংখ্য অজানা রোগ থেকে বেঁচে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজে খাৎনা করেছিলেন।[২৪২]

অতএব শিশুর আক্বীক্বা করা যেমন যরূরী, খাৎনা করা তার চেয়ে বেশী যরূরী। শিশুকালেই এ কর্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। খাৎনা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যও বটে।

খাৎনা একটি ইবাদত। আল্লাহভীরু এবং অভিজ্ঞ মুসলিম খাৎনা কারীর মাধ্যমে 'বিসমিল্লাহ' বলে এটি করানো কর্তব্য।

খাৎনা উপলক্ষ্যে বাচ্চার হাতে ও কোমরে তাগা বা মাদুলী বাঁধা, গলায় তাবীয ঝুলানো, ঘর বন্ধ করা, বাপ-মায়ের না খেয়ে থাকা, ধামা বা কাঠার উপরে বাচ্চাকে বসানো ও পান দিয়ে তার চোখ ধরা, খাৎনার কাটা অংশ কাঁসার পাতিলে রাখা, খাৎনার পরে বাচ্চার হাতে কিছুদিন সর্বদা লোহা রাখা, খাৎনার কয়েক দিন পর বাচ্চার গোসলের দিন আনন্দ অনুষ্ঠান করে ছেলে-মেয়েদের নাচানাচি, রং মাখা-মাখি, কাদা মাখা-মাখি, মাইক বাজানো, গান-বাজনা করা ইত্যাদি কুসংস্কার ও সবধরনের শিরক-বিদ'আত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। একইভাবে 'সুন্নাতে খাৎনা'র নামে কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না বা একে উপঢৌকন নেওয়ার মাধ্যমে পরিণত করা যাবে না। তাতে সুন্নাত পালনের নেকী পাওয়া যাবে না। বরং বিদ'আতের গোনাহ অর্জন করতে হবে। অতএব পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ সাবধান!

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں

'ধর্মে হয় জাতি গঠন, ধর্ম নেই তো তুমি নেই
নেই যদি মাধ্যাকর্ষণ, তারকারাজির সমাবেশ নেই'।
(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،
اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

২৪২. বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/২৩৭০; মিশকাত হা/৫৭০৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহবান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনুঃ (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্তাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনুঃ (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার

হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোউলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।